POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنۡ یُّطِعِ اللّٰہَ وَالرَّسُوۡلَ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ مِّنَ النَّبِیّٖنَ وَالصِّدِّیۡقِیۡنَ وَالشُّہَدَآءِ وَالصّٰلِحِیۡنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِکَ رَفِیۡقًا (النساء:70)

এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন এবং নবীগণ ও সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহেগণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৭০)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 40

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

1 অক্টোবর, 2020 ● 13 সফর 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রসূল করীম (সা.)এর নামায

হযরত জাবির বিন সামরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সাআদ (রা.) বলতেন, আমি তাদেরকে রসুল করীম (সা.) এর ন্যায় যোহর ও আসরের নামায পড়াতাম। আমি তাঁর নামাযের থেকে বিন্দু মাত্র পার্থক্য করতাম না। প্রথম দুই রাকাতকে দীর্ঘায়িত করতাম এবং শেষে দুই রাকাতকে অনতিদীর্ঘ করতাম। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে আমারও সেই একই ধারণা।

নোট: সাআদ বলতে আঁ হযরত (সা.)এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী হযরতসাআদ বিন আবি ওয়াকাস (রা.) কে বোঝানো হয়েছে। তিনি কুফার গভর্নর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে তিনি নাকি দুই রাকাত নামায দীর্ঘ পড়াতেন আর দুই রাকাত অনতিদীর্ঘ পড়াতেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি রসূল করীম (সা.)-এর ন্যায়ই নামায পড়াই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কাতাদা তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) যোহরের প্রথম দুই রাকাত নামাযে সূরা ফাতিহা এবং আরও দুটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকাতে (কিরাআত) দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকাতে কম দৈর্ঘের সূরা এবং কখনও কখনও কোনও আয়াত আমাদেরকে শুনিয়েও দিতেন আর আসরেও সূরা ফাতিহা এবং দুটি সূরা পড়তেন। [প্রথম রাকাত দীর্ঘ (কিরাআত) করতেন এবং তিনি ভোরের নামাযের প্রথম রাকাতে (কিরাআত) দীর্ঘ করতেন এবং শেষ রাকাত ছোট করতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর চ্যালেঞ্জ
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৮শে আগস্ট, ২০২০ (পূর্বাংশ)
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

নবী করীম (সা.)-এর নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা সেই বিন্দুতে উপনীত, যেখানে কোনও বৃদ্ধা যদি তাঁর হাত ধরতেন, তবে সেখানে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে তার কথা ততক্ষণ শুনতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাঁর হাত নিজেই ছেড়ে দিত, তিনি নিজে ছাড়তেন না

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর আশিস ও জৌতি

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আঁ হযরত (সা.)এর বিনয় যেভাবে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছে, অনুরূপে এটি পরিলক্ষিত হয় যে তিনি (সা.) রুহুল কুদুসের সমর্থন ও জ্যোতি দ্বারা দীপ্তমান হয়েছেন, যা তিনি নিজের ব্যবহারিক এবং কর্মগত সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এমনকি তাঁর জৌতি ও আশিসের পরিধি এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে এর নমুনা এবং দীপ্তি যেন অসীমত্বকে স্পর্শ করেছে। আর এই যুগেও আল্লাহ্ তা'লার যে সব কল্যাণ ও কৃপা অবতীর্ণ হচ্ছে, সেগুলি তাঁরই আনুগত্য ও অনুসরণের কল্যাণে। আমি সত্যি সত্যি বলছি এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও ব্যক্তি রসুল করীম (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয় আর স্বয়ং খোদা তা'লার বাণীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়- قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩২), ততক্ষণ কোনও ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে না বা তাঁর পুরস্কার, আশিস , মারেফাত এবং সত্যতত্ত্ব এবং সত্যস্বপ্ন দ্বারা আশিসমণ্ডিত হতে পারে না, যা সর্বোচ্চ মানের আত্মশুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হয়। আর খোদা তা'লার এই দাবির বাস্তবিক ও জীবন্ত প্রমাণ আমি নিজে। কুরআন করীমে খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন এবং বন্ধুদের জন্য যে সমস্ত নিদর্শন নির্ধারিত রয়েছে, সেগুলি দ্বারা আমাকে যাচাই কর। মোটকথা নবী করীম (সা.)-এর নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা সেই বিন্দুতে উপনীত, যেখানে কোনও বৃদ্ধা যদি তাঁর হাত ধরতেন, তবে সেখানে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে তার কথা ততক্ষণ শুনতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাঁর হাত নিজেই ছেড়ে দিত, তিনি নিজে ছাড়তেন না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৮-১৮৯)

তোমাদের এটা নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত যে এমন কোনও সদগুণ যেন অবশিষ্ট না থাকে যেখানে অন্যরা তোমাদের থেকে এগিয়ে যায়।

وَلِکُلٍّ وِّجۡہَۃٌ ہُوَ مُوَلِّیۡہَا فَاسۡتَبِقُوا الۡخَیۡرٰتِ সূরা বাকারার ১৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তির এক অভীষ্ট লক্ষ্য থাকে। কেউ খাদ্য রসিক হয়, কেউ ভোগবিলাসী, কেউ বা ব্যবসা-বানিজ্যে আগ্রহী হয়, কেউ বা উন্নত মানের পোশাকের সৌখিন হয়, কেউ পরনিন্দা ও পরচর্চায় তৃপ্তি পায় আবার কেউ ঝগড়া বিবাদে মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়। মোট কথা প্রত্যেক মানুষই নিজের এক অভীপ্সিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাখে। সব থেকে দরিদ্র এবং নিকৃষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁর নিজের এক লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাখে। কারোর লক্ষ্য কর্তৃত্ব অর্জন করা, কারো লক্ষ্য উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা, কারো লক্ষ্য রাজনীতিক কর্তৃত্ব অর্জন করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মানুষের সামনে যখন কোনও না কোনও লক্ষ্য থাকে, তবে তোমরা সেই কাজ কেন কর না যার মধ্যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয়ের সমাবেশ রয়েছে? তোমাদের এটা নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত যে এমন কোনও সদগুণ যেন অবশিষ্ট না থাকে যেখানে অন্যরা তোমাদের থেকে এগিয়ে যায়। রসুল করীম (সা.)-এর যুগে একবার হযরত আবু বাকার (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর মাঝে বিবাদ হয়। তাঁরা পরস্পরের থেকে পৃথক হলে হযরত উমর অনুতপ্ত হন। রসুল করীম (সা.) যদি অন্য কারো মাধ্যমে এই সংবাদ জ্ঞাত হন, তবে তিনি মর্মাহত হবেন, একথা ভেবে হযরত উমর তৎক্ষণাৎ রসুল করীম (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যান এবং নিবেদন করেন, হে রসুলুল্লাহ্! আজ আবু বাকার (রা.)-এর সঙ্গে আমার বিবাদ হয়েছিল, যার জন্য আমি দুঃখিত। রসুল করীম (সা.) একথা শুনে ক্ষুন্ন হন। তিনি বলেন, তোমরা কেন তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত হও না। তোমরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলে, তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছিল, আমার সঙ্গ দিয়েছিল। হযরত উমর ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন, আর অপরদিকে হযরত আবু বাকার (রা.) চিন্তা করলেন যে, হযরত উমর হয়তো তাঁর সম্পর্কে এমন সব কথা বলে ফেলবেন, যার ফলে রসুল করীম (সা.) তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। তাই তিনিও দ্রুতপদে রসুল করীম (সা.)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন যাতে এই প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরেন যে, দোষ তাঁর নয়, বরং উমরের। কিন্তু তিনি দরজায় প্রবেশ করা মাত্রই দেখতে পেলেন, হযরত উমর সেখানে ক্ষমা প্রার্থনারত

শেষাংশ ৮ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (৬)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

اِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ✿ شَرَّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন , ‘ কিন্তু যদি এই প্রবন্ধ পাঠের পরেও মাস্টার সাহেব বা তাঁর কোন বিদ্বান বন্ধু নীরব থাকেন আর আমাকে মোকাবেলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এমন পুস্তিকা রচনা করতে আহ্বান না করেন, তবে সমস্ত শ্রোতাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এদের কথাবার্তা ঢোল পেটানো ছাড়া কিছু নয়, আর এরা সত্যবাদীদের পথ অনুসরণ করতেই চায় না।.... কাজেই আমি অপেক্ষা করব যে কখন লালা মুরলীদর সাহেব বা আর্য সমাজের বিশিষ্ট বিদ্বান তাঁর অন্য কোনও আর্য ভাই এমন আবেদন করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একাধিক মোবাকেবলার দামামা বাজিয়ে মাস্টার সাহেবকে স্মরণ করান যে,

‘আমি হলফ করে বলছি যে মাস্টার সাহেবের আহ্বানে ‘আত্মা সম্পর্কিত’ পুস্তিকা রচনা করতে প্রস্তুত আছি, তবে সেই সব শর্তগুলি মেনে তবেই, যেগুলি এই পুস্তিকায় লিপিবন্ধ হয়েছে। মাস্টার সাহেব কিছু মনে করবেন না, আমি সত্য সত্য বলছি, যে সত্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জনের সংমিশ্রন নেই, কুরআন শরীফ যেমন সুন্দর, স্পষ্ট ও সত্যভাবে আত্মার বৈশিষ্ট্য, এর শক্তি সামর্থ্য এবং এর বিভিন্ন বিচিত্র বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে এবং সেই বর্ণনার প্রমাণ দিয়েছে, তা এমন উৎকৃষ্টমানের, সূক্ষ্ম এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গমানের সত্যতা যে, যদি বেদের চারজন ঋষি পুনরায় জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসেন, এবং যথাসম্ভব বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, এমনকি চিন্তা করতে করতে মারাও যান, তুব তারা জ্ঞানের গভীরতার সেই মর্যাদা এবং উচ্চমানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। অপ্রসন্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, আর তা যথাযথও নয়। আসুন বেদ এবং কুরআনের তুলনা করে দেখি। উভয় গ্রন্থের জ্ঞানগত শক্তি পরীক্ষা করে দেখুন। দেখুন, আমি কেবল সত্য পথের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় পক্ষের মধ্য থেকে সেই পক্ষের উপর অভিসম্পাত করছি, যে পক্ষ এখন সত্য গোপন করতে এই তর্কযুদ্ধকে এড়িয়ে যায় এবং এদিক ওদিকের ওজর আপত্তি দ্বারা বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

পাঁচশ’ রুপী পুরস্কার সহ লালা মুরলীধর ,লালা জীবন দাস, মুন্সী ইন্দরমন সাহেবদেরকে মোবাহেলার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মুবাহালার পূর্বে লিখিতভাবে এই মর্মে মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যে যদি কোন আর্য বেদের শিক্ষাকে কুরআনের শিক্ষা থেকে উন্নত মনে করে, তবে তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করুক। তিনি (আ.) এর জন্য তিন মাসের সময় দেন এবং কিছু পরিমান রাশি পুরস্কার দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, ‘ উক্ত সময়ের মধ্যে কেউ যদি মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে না আসে, তবুও মোবাহালার প্রয়োজন নেই, তবে শর্ত হল তারা যেন কুফরিয়াত ও গালমন্দ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু যদি মোকাবেলাও না করে, আবার গালমন্দ থেকেও বিরত না হয়, তবে শেষ উপায় হল মুবাহালা। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন,

‘বেদের শিক্ষা হল, খোদা তা’লা আত্মা এবং বস্তুসমূহের স্রষ্টা নন। আর এভাবে প্রতিটি অনাদি বস্তু নিজে থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে আর কেউই চিরন্তন মুক্তি লাভ করতে পারে না। বেদের এই ভ্রান্ত শিক্ষার বাস্তবতা আমি এই পুস্তিকায় বর্ণনা করেছি এবং সেগুলি প্রত্যাখ্যানের দলিল নিজের হাতে লিখেছি। .... যদি কোনও আর্য আমার পুরো পুস্তিকাটি পড়েও নিজের হঠধর্মিতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত না হয় এবং প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত না হয়, তবে খোদা তা’লার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে তাকে মোবাহেলার আহ্বান জানাচ্ছি।

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৯-২৮০)

কুরআন মজীদের শিক্ষা এবং বেদের শিক্ষার সঙ্গে তুলনার প্রতাপান্বিত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

‘বেদ আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং ঐশী প্রেম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে অপারগ। আর কেনই বা হবে না! সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলি দ্বারা এই আশীর্বাদ লাভ হয়, অর্থাৎ খোদাকে লাভ করার প্রকৃত পন্থা, ঐশী আশীর্বাদ সম্পর্কে অবগতি, পুণ্যকর্ম সম্পাদন, ঐশী বিধান সম্মত নৈতিকতা এবং অন্তরের কলুষতা দূর করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি- এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে বেদ অপারগ। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোনও আর্য আছেন কি যিনি আমার মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে বেদের সঙ্গে কুরআনের মোকাবেলা করে দেখাতে পারেন? যদি কেউ জীবিত থাকেন তবে আমাকে সংবাদ দিবেন। এবং ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্যে যেকোনও বিষয় নিয়ে আমাকে বলুন, আমি নির্ধারিত শর্তে স্পষ্ট আয়াত এবং কুরআনের যুক্তিপ্রমাণ সংবলিত একটি পুস্তিকা রচনা করব যাতে ঠিক সেই সব শর্ত মেনেই বেদের তত্ত্বজ্ঞান এবং দর্শন বর্ণনা করে দেখানো হয়। আর এই পরিশ্রমের বিনিময়ে আমি এমন বেদ মান্যকারীর জন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছে কিছু পরিমাণ পুরস্কার রাশিও গচ্ছিত রেখে দিব, যা সে বিজয়ী হওয়ার শর্তে লাভ করবে। ”

(সুরমা চশম আরিয়া, পৃ: ২৯৫)

মোবাহালার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সর্ব প্রথম লালা মুরলীধর সাহেব ড্রইং মাস্টারকে আহ্বান করেন, যিনি হোশিয়ারপুরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমীপে উপস্থিত হয়ে তর্কযুদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। যার পরিণামে ‘সুরমা চশম আরিয়া’ নামক এক অসাধারণ পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লালা সাহেবকে আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতেই হয়। মোবাহালার জন্য প্রতিপক্ষ কেমন হওয়া উচিত এবং এর শর্তাবলী ও সিদ্ধান্তের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

স্পষ্ট থাকে যে, যে ব্যক্তি সত্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাকে অভিশপ্ত বলা হয়। আর যে ব্যক্তি সত্য লাভের জন্য নিজেকে সাহায্য করে তাকে ‘মাকরুন’ বলা হয়। আমার বিপক্ষে অভিশপ্ত কিম্বা সৌভাগ্যবান হওয়া আর্যদের হাতে রয়েছে। বেদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত কোনও ভদ্রশিষ্ট আর্য যদি কুরআন ও বেদের তুলনা এবং প্রতিযোগিতা করার সংকল্প নিয়ে তিন মাসের মধ্যে এই ময়দানে অবতীর্ণ হন আর আমার পক্ষ হতে কুরআনের আয়াত ও দলিলপ্রমাণ সহকারে রচিত পুস্তিকাটিকে বেদের শ্লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে খণ্ডন করে দেখাতে পারেন, তবে তিনি বেদ এবং বেদের অনুসারীদের মান রক্ষা করলেন, এবং ‘মাকরুন’ (ভাগ্যবান) উপাধিতে ভূষিত হবেন। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে বেদের কোনও পণ্ডিত এর আহ্বান না করেন, তবে সকলে নিজের জন্য ‘মাকরুন’(ভাগ্যবান) এর বিপরীত উপাধি গ্রহণ করল। কিন্তু যদি তবুও বিরত না হয়, তবে শেষ উপায় হল মোবাহালা করা, যার দিকে আমি পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি। মোবাহালার জন্য বেদের পাঠক হওয়া আবশ্যক নয়, তবে একজন সভ্য ও শিষ্ট প্রতিপত্তিশালী আর্য অবশ্যই চাই, যার প্রভাব অন্যদের উপরও পড়তে পারে। অতএব সর্ব প্রথম লালা মুরলীধর সাহেব এবং লাহোরের আর্যসমাজের সেক্রেটারী লালা জীবন দাস সাহেব এবং মুনশীর ইন্দরমান সাহেব মুরাদাবাদী এবং আর্যদের মধ্য থেকে সম্মানীয় এবং বিদ্বান হিসেবে গণ্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, যদি তারা বেদের সেই সব শিক্ষাকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করেন, যেগুলির মধ্যে কয়েকটির কথা আমি এই পুস্তিকায় লিপিবন্ধ করেছি, আর সেগুলির মোকাবেলায় কুরআন শরীফের সেই সব নীতি ও শিক্ষাকে মিথ্যা ও জালিয়াতি বলে মনে করেন, যা এই পুস্তকেই আমি বর্ণনা করেছি, তবে তারা এই বিষয়ে আমার সঙ্গে মোবাহালা করুক। আর উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে মোবাহালার স্থান ধার্য হলে আমরা উভয়ে নির্ধারিত দিনে উক্ত স্থানে যেন উপস্থিত হই। সাধারণ সভায় প্রত্যেক পক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে মোবাহালার এই বিষয় বস্তু সম্পর্কে, যা এই পুস্তকের উপসংহারে নমুনা হিসেবে উভয় পক্ষের স্বীকারুক্তি হিসেবে লিপিবন্ধ হয়েছে, তিন বার হলফ করে করে সত্যায়ন করবেন যে তারা সত্যিই এটিকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং আর আমাদের বিবৃতি যদি সত্যি না হয়, তবে ইহকালেই আমাদের উপর যেন ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ হয়। মোটকথা মোবাহালার উভয় কাগজে যে বিষয়টি লিপিবন্ধ আছে, সেটি আসলে উভয় পক্ষের ধর্ম বিশ্বাস, যা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া শাস্তির কবলে পড়ার শর্তে সত্যায়ন করতে হবে। অতঃপর ঐশী সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষার জন্য এক বছর সময়কাল নির্ধারিত হবে। এরপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই পুস্তিকার রচয়িতার উপর যদি কোনও আযাব বা শাস্তি অবতীর্ণ হয়, বা প্রতিপক্ষের উপর শাস্তি অবতীর্ণ না হয়, তবে উভয় পরিস্থিতিতে এই অধম পাঁচশ রুপী দিতে বাধ্য থাকবে। .... যদি আমি বিজয়ী হই, তবে কোনও শর্ত রাখব না, কেননা শর্তের বিনিময়ে সেই দোয়ার প্রভাব প্রকাশ পাওয়াই আমার জন্য যথেষ্ট।

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

জুমআর খুতবা

আহমদীয়া জামা'ত কোন ফির্কা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অথবা মতবিরোধ এবং তফসীর ও ব্যাখ্যায় ভর করে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত নয়, বরং এটি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে শেষ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত।

"পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ কর- এক ও অভিন্ন মতাদর্শে"।

হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হোসেন (রা.)-এর সাথে আমার এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য রয়েছে; আর এ সাদৃশ্যের গূঢ়তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু ছাড়া কেউ জানে না। আমি হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর দুই পুত্রকে ভালোবাসি আর যে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমিও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি।

প্রতিশ্রুত মসীহ এবং হাকাম ও আদাল তথা ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারীর জামাত যাবতীয় বিবাদের অবসানকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যখন যুগের অবস্থা ঘোষণা দিচ্ছে যে, এটিই সেই যুগ। আর পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব লক্ষণ জানা যায় তা পূর্ণ হচ্ছে বা হয়ে গেছে, তাহলে কেন আমরা সেই হাকাম ও আদাল তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীর এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের সন্ধান করব না, যিনি শিয়া, সুন্নি এবং বিভিন্ন ফিরকা ও দলের মতানৈক্য নির্মূল করে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন?

এ যুগে ইসলামের কোন সেবা তখনই হতে পারে এবং ইসলামের সুরক্ষার করার বাসনা তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন আল্লাহ্‌র এই সিংহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে; যাকে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা এ কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন।

যুগের ইমাম তথা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর বয়আতের আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়াতেই আমাদের সফলতা নিহিত।

আল্লাহ্ তা'লা এবার হোসেনী গুণের অধিকারীদের জন্যই বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছেন অপরদিকে শত্রুরা ব্যর্থ ও পর্যদুস্ত হবে।

বিরোধীতা, মামলা-মোকদ্দমা, কঠোরতা এবং গালিগালাজ সত্ত্বেও আমাদের পক্ষ থেকে সকলকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং দোয়ার বার্তাই দেওয়া হয়।

হাকাম ও আদাল তথা ন্যায় বিচারক এবং মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী এবং উদ্ধৃতির আলোকে নবী পরিবার এবং খুলাফায়ে রাশেদীন রাযিআল্লাহু আনহুম এর মহিমার বর্ণনা

মুহাররমের দিনগুলিতে দরুদ শরীফ এবং অন্যান্য দোয়া পাঠের আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৮ শে আগস্ট , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৮ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে যুগ-ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-কে 'হাকাম ও আদাল' তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সকল মুসলমানকে তাঁর ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার কথা, বিভিন্ন দল ও মতের ভুল ব্যাখ্যা এবং তুচ্ছ বিষয়াদীর ক্ষেত্রে মতানৈক্য দূর করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার কথা এবং মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার কথা। অতএব আজ আমরা দেখি, মুসলমানদের প্রত্যেক দল হতে সেসব মানুষ, যারা গভীরভাবে অভিনিবেশ করেছে, ইসলামের বিভিন্ন দলের মতভেদের ক্ষতিকর দিকগুলো অনুভব করেছে, তারা জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং দোয়ার সাহায্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে যোগদান করেছে এবং প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এমন ব্যক্তিরা জামা'তে যোগদান করছে। কাজেই, আহমদীয়া জামা'ত কোন ফির্কা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অথবা মতবিরোধ এবং তফসীর ও ব্যাখ্যায় ভর করে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত নয়, বরং এটি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে শেষ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। যে জামা'ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে শিয়া-সুন্নী অথবা অন্য কোন মত ও পথের লোকদের মাঝে বিদ্যমান মতভেদগুলো দূর করে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হবে। মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করে আমাদেরকে এক উম্মতে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ কাজের জন্যই তিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এলহাম করে বলেছেন, "পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ কর- এক ও অভিন্ন মতাদর্শে"।

(তাযকেরা, পৃ: ৪৯০, নব সংস্করণ)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্কন্ধে যে কাজ ন্যস্ত করেছেন, তাঁর (তিরোধানের) পর খিলাফতের সাথে যুক্ত থেকে ও বয়আত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতেরও এই একই কাজ। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিগত একশ' ত্রিশ বছর ধরে এ কাজই করে যাচ্ছি। অথবা যখন থেকে খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে অর্থাৎ একশ' বারো বছর যাবৎ করে যাচ্ছি। এর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কাজই করেছেন। পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত, সহীহ্ হাদীস সম্পর্কে যুগ-ইমাম এবং ন্যায়বিচারক-মীমাংসাকারীর গভীর তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে শুধুমাত্র মুসলমানদেরই অবহিত করছে না বরং অমুসলমানদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অবহিত করে তাদেরকেও ইসলামের গণ্ডিভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতএব, মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যেই মসীহ্ মওউদ এবং ন্যায়বিচারক-মীমাংসাকারীর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতা মামলা-মোকদ্দমা, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং গালি-গালাজের

বিপরীতে আমাদের পক্ষ হতে প্রত্যেককে শান্তি, নিরাপত্তা এবং দোয়ার বার্তাই দেওয়া হয়। সত্যের প্রচার এবং সত্য বলা থেকে আমরা কোনক্রমেই বিরত হব না আর এ লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন ত্যাগও স্বীকার করছি। আমাদের পক্ষ থেকে পূর্বেও ঝগড়া-বিবাদ এবং গালি-গালাজ করা হয় নি আর ভবিষ্যতেও হবে না। ঐশী জামা'তের বিরোধিতা হয়ে থাকে আর তাদেরকে যুলুম-নির্যাতনও ভোগ করতে হয়, কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সফলতা দান করেন। যেমনটি আমি বলেছি,আমরা দোয়াও করি আর যুগ ইমামের বাণীকে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি দেশের মানুষের কাছে প্রচার করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, কিন্তু সাধারণ মুসলমান, আন্তরিক শ্রেণীর মানুষ, সত্য সন্ধানী এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করার বাসনা পোষণকারী জ্ঞানী ও বিবেকবানদের আমি বলছি, এ বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা বা প্রণিধান করুন। প্রাথমিক কয়েক দশক ছাড়া, শুরু থেকেই শত শত বছর যাবৎ, মুসলমানরা মতপার্থক্যে জড়িয়ে নিজেদের ঐক্য ও সংহতির ভিতকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করে আসছে। আজকাল আমরা মুহাররম মাস অতিবাহিত করছি, যা ইসলামী বর্ষপঞ্জিকার প্রথম মাস। ইংরেজী বছরের শুরুতে আমরা একে অপরকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, ইসলামী বছরের শুরুতে বহু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে খুনোখুনি হয়ে থাকে। সেই ধর্ম, যা শান্তি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সবচেয়ে মহান শিক্ষা দিয়ে থাকে, কেন এর মান্যকারীরা নিজেদের বছরের সূচনা ফিতনা ও নৈরাজ্য এবং খুনোখুনির মাধ্যমে করে, আমাদের তা ভেবে দেখা উচিত। আমাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত যে, কীভাবে আমরা মুসলমানদের উম্মতে ওয়াহেদা বা ঐক্যবদ্ধ উম্মত বানিয়ে এসব নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে পারি। আমাদের বুঝা উচিত যে, আমাদের নেতা ও মনিব হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যদি ইসলামের প্রাথমিক উন্নতির পর এক বক্র যুগের সংবাদ দিয়ে থাকেন, তাহলে পাশাপাশি এই শুভসংবাদও দিয়েছিলেন যে, নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই বিষয়, যার কারণে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ দেখা দিয়েছিল, সেই একই বিষয় শেষ যুগে নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানদের উম্মতে ওয়াহেদা তথা এক উম্মত বানানোর মাধ্যম হয়ে উঠবে, মুসলমানদের উন্নতি এবং একতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হবে। অতএব যখন যুগের অবস্থা ঘোষণা দিচ্ছে যে, এটিই সেই যুগ। আর পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব লক্ষণ জানা যায় তা পূর্ণ হচ্ছে বা হয়ে গেছে, তাহলে কেন আমরা সেই হাকাম ও আদাল তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীর এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের সন্ধান করব না, যিনি শিয়া, সুন্নি এবং বিভিন্ন ফিরকা ও দলের মতানৈক্য নির্মূল করে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন? সেসব অন্ধ তথাকথিত আলেমের অনুসরণ করবেন না যারা নিজেরাও ধ্বংস হচ্ছে আর তাদের সাথে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যাকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। দেখুন, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব লক্ষণের কথা জানা যায় সেগুলো যেহেতু পূর্ণ হয়েছে, তাই আমাদের যাচাই করে দেখা উচিত যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যাকে দাঁড় করানো হয়েছে তিনি কে, তার সন্ধান করা প্রয়োজন। কারো না কারো তো দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। আমরা আহমদীরা বলি, তিনি হলেন আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যার স্কন্ধে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অথবা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করছেন বা করবেন, যিনি ঝগড়াবিবাদ ও নৈরাজ্যকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। অতএব আমাদের মাঝে যদি জ্ঞানবুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে আমাদের উচিত আমরা যেন মুহাররম মাসকে কেবল শোক প্রকাশ অথবা নিজেদের বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শনের মাস না বানাই, কেবল নিজেদের আবেগঅনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম না বানাই, বরং আমরা যেন এটিকে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসার মাসে পরিণত করি। আমরা যেন সেই প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করি যা ইসলামের শিক্ষা। আমরা যেন সেই পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করি যাকে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হাকাম ও আদাল তথা ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। তবেই আমরা প্রকৃত মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারব। তখনই আমরা জগদ্বাসীকে আমাদের অনুবর্তী করতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে এক আলেমকে বোঝাতে গিয়ে বলেন, আমার পদমর্যাদা এক মৌলভীর পদমর্যাদা নয়, বরং আমার পদমর্যাদা নবীগণের পদমর্যাদার অনুরূপ। আমাকে যদি এক ঐশী ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেনে নাও, তাহলে মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান ঝগড়া-বিবাদের নিমিষেই অবসান ঘটতে পারে। যিনি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আগমন করেছেন- তিনি পবিত্র কুরআনের যে ব্যাখ্যা করবেন তাই সঠিক হবে, আর যে হাদীসকে তিনি সঠিক আখ্যা দিবেন সেটিই সঠিক হাদীস হবে। নতুবা দেখ, শিয়া-সুন্নিদের ঝগড়া কি আজ পর্যন্ত সমাধান হয়েছে? এখন পর্যন্ত তো হয় নি। শিয়ারা যদি 'তাবাররা' করে অর্থাৎ তিন খলীফাকে গালমন্দ করে বা তাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলে থাকে, অপরদিকে কিছু এমন মানুষও আছে যারা হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু সম্পর্কে বলে,

বার্ খিলাফত দিলাশ বাসে মায়েল, লিক বু বকর শুদ দারমিয়ান হায়েল

অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি তার (অর্থাৎ আলীর) হৃদয় ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিল কিন্তু আবু বকর এতে বাধ সাধলেন। অর্থাৎ তিনি এর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু আমি বলছি, এ পন্থা পরিত্যাগ করে আমাকে গ্রহণ না করবে, কখনোই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাদের (সত্যে) বিশ্বাস না থাকলেও কমপক্ষে এতটুকু চিন্তা করা উচিত যে, অবশেষে এক দিন মরতে হবে আর মৃত্যুর পর নোংরামি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যেখানে একজন ভদ্রলোকের কাছেও গালমন্দ করা অপছন্দনীয়, সেখানে পরম পবিত্র সত্তা খোদার নিকট (তা) কীভাবে ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে? এভাবে একজন মানুষ যখন বাজে কাজ করে বা জুলুম করে তখন তার ইবাদত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, এজন্যই আমি বলে থাকি, আমার কাছে আস এবং আমার কথা শুন যাতে করে তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পার। আমি তো পুরো আলখাল্লাই খুলে ফেলতে চাই। সত্যিকার অর্থে তওবা করে মু'মিন হয়ে যাও। তোমরা যে মনগড়া ও ভ্রান্তবিশ্বাসের আলখেল্লা পরিধান করে রেখেছ তা খুলে ফেল আর সত্যিকার অর্থে তওবা কর, তাহলেই মু'মিন হতে পারবে। তোমরা যে ইমামের জন্য অপেক্ষমান, আমি বলছি সেই ইমাম আমি-ই আর এর প্রমাণ তোমরা আমার কাছ থেকে নাও। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০-১৪১)

অতএব এটি হলো সেই প্রকৃত সত্য যার মাধ্যমে ধর্মের সঠিক বুৎপত্তি অর্জিত হওয়া সম্ভব। পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদ নিরসন ও আমিত্ব দুর করার পর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হোন, তাঁর সমীপে দোয়া করুন, সত্যিকার অর্থে তওবা করুন। আর এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন হৃদয়কে সকল প্রকার কলুষতা থেকে পবিত্র করে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হবেন আর এরপরই আল্লাহ্ তা'লা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন। খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর সম্মান, মর্যাদা ও পুণ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,আমি এটি জানি, কোন ব্যক্তি মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ হযরত আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাইন-এর রঙ্গে রঞ্জীন না হবে। এ জগতের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং তাঁরা তো তাদের জীবন আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৬০-২৬১)

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সত্যিকার মু'মিন ও মুসলমান হতে হলে এই চার খলীফাকেই নিজেদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে অবলম্বন করতে হবে। এমনটি হলে ফির্কা বা মতবাদের আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। কাজেই যখন আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস হলো উক্ত সবাই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ তখন আহমদীয়া জামা'তই কি এমন একটি জামা'ত বিবেচিত হয় না যে জামা'ত তাদের মাঝে বিদ্যমান সমস্ত বিভেদ দুর করে ঐক্য স্থাপনকারী জামাত? খুলাফায়ে রাশেদীনের ৪ খলীফারই এক মাকাম ও মর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেকের পদমর্যাদার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকের এই মর্যাদা অনুধাবন ও চেনার লক্ষ্যে আমি কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যাতে নবাগতরা এবং যুবকরাও বুঝতে পারে যে, আমাদের মতাদর্শ কী, আমার কী বিশ্বাস করি এবং আমাদের ধর্মমত কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"সেই যুগেও অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে, একদম

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

সূচনালগ্নেই মুসায়লামা অন্যায়ভাবে লোকজনকে একত্রিত করে রেখেছিল। ভ্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এবং ভ্রান্ত বিষয়কে বৈধতা দিয়ে কেবল মানুষকে একত্রিত করার কাজ হাতে নেয়। তিনি (আ.) বলেন, এমন যুগে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা মনোনীত হন। তাই মানুষ অনুমান করতে পারবে যে, কিরূপ কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকবে। তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-যদি দৃঢ়চিত্ত না হতেন, তাঁর ঈমানে যদি মহানবী (সা.)-এর ঈমানী রং না থাকত তাহলে খুবই কঠিন হতো এবং তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু সিদ্দীক (রা.) নবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ (তাঁর ওপর) মহানবী (সা.)-এর ছায়া পড়েছিল। তাঁর ওপর মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল আর তার হৃদয় দৃঢ়-বিশ্বাসের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শ ন করেছেন যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.)-এর পর খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবনের ওপরই ইসলামের জীবন নির্ভর করছিল। এটি এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজনই নেই। সেই যুগের অবস্থা সম্পর্কে পড়ে দেখ আর এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে কাজ করেছেন তা অনুমান করে দেখ। আমি সত্যি বলছি, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহানবী (সা.)-এর পর যদি আবু বকরের সত্তা না থাকত তাহলে ইসলামও থাকত না। অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শরীয়তের সুরক্ষার জন্য তখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কেই দাঁড় করিয়েছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সুসম্পর্কের কারণে তিনিই ইসলামকে জীবন দান করেন আর শত্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ ও বিফল করেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বীয় ঈমানী শক্তিবলে তিনি সমস্ত বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব- এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত সিদ্দীকের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে আর আকাশ ও পৃথিবী কার্যত এর সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এ হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা অর্থাৎ তাঁর মাঝে সততা ও উৎকর্ষ এরূপ মানের হওয়া চাই।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮০-৩৮১)

হযরত উমর (রা.)-এর গুণাবলী ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "সাহাবীদের মাঝে হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা কত মহান তা জানো কি? কখনো কখনো তাঁর (রা.) দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হতো এবং তাঁর সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, শয়তান উমর (রা.)-এর ছায়া দেখে পালিয়ে যায়। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আমার পর যদি কেউ নবী হতো তবে সে হতো উমর। তৃতীয় এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বের বিভিন্ন উম্মতে অনেকে মুহাদ্দেস ছিলেন। এই উম্মতের কেউ যদি মুহাদ্দেস থাকে তাহলে তিনি হলেন উমর। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৯)

পুনরায় একস্থানে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান (রা.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক ও হযরত উসমান (রা.) পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন। তাঁরা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং রহমান খোদার বিশেষ পুরস্কারে তাঁদেরকে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। তাঁদের প্র শংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে অধিকাংশ তত্ত্ব জ্ঞানী সাক্ষ্য দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন আর প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্করতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীষ্মের সকল ভর দুপুরের দাবদাহ বা শীতের রাতের তীব্র ঠাণ্ডার তাঁরা তোয়াক্কা করেন নি বরং সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবকের প্রেমাসক্তির ন্যায় ধর্মপ্রেমে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হননি বরং বিশ্ব প্রভু প্রতিপালক খোদার ভালোবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের কর্মে সৌরভ ও কাজে রয়েছে সুবাস। এসবই তাঁদের সুমহান মর্যাদার বাগান এবং পুণ্যের বাগিচার জানান দেয় আর সেগুলোর প্রভাত সমীরণ নিজ সুরভিত প্রবল হাওয়া ঝাপটে তাঁদের অপ্রকাশিত বিষয়গুলির (গুণাবলীর) সংবাদ দেয় এবং তাঁদের জ্যোতিসমূহ আপন পূর্ণ প্রভায় আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।"

(সিররুল খুলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৫-২৬, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৬)

আমি যেসব উদ্ধৃতি পাঠ করছি সেগুলোর বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের, আর এটি আরবী পুস্তক। আরবী অনুবাদকরা এখন তাৎক্ষণিকভাবে হয়ত বা সেই মানের অনুবাদ করতে পারবে না, যখন পুনঃপ্রচার হবে তখন মূল পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি গুলো নিয়ে অনুবাদ করবেন।

হযরত আলীর গুণাবলী এবং তার পদমর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তিনি (রা.) তাকওয়াশীল, পবিত্রচেতা এবং রহমান খোদার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি জাতির মনোনীত-বরেণ্য ও সমসাময়িক যুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীরপুরুষ, দানশীল ও পবিত্রচেতা ছিলেন। তিনি এমন অসাধারণ সাহসী যোদ্ধা ছিলেন যে, শত্রুদের গোটা সেনাদলও যদি তাঁর মুখোমুখি হতো তবুও যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি সারাটা জীবন অসচ্ছলতার ভেতর কাটিয়েছেন। মানবের জন্য নির্ধারিত ধার্মিকতার চরমমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ খরচ, মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সুপুরুষ। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্বের সাক্ষর রেখেছেন। তির ও তরবারি পরিচালনায় বিস্ময়কর ঘটনাবলী তাঁর মাধ্যমে ঘটতো। পাশাপাশি তিনি ছিলেন খুবই মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে মনের মরিচা দূর করত আর প্রমাণের জ্যোতিতে তার চেহারা উদ্ভাসিত হতো। বিভিন্ন আঙ্গিকে কথা বলতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তার কাছে ক্ষমা চাইতে হতো।সকল গুণে এবং বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি উৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন। যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে, সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে।

(সিররুল খুলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৫-২৬, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৮)

এরপর হযরত আলীর পদমর্যাদা এবং খিলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হযরত আলী যে সত্যান্বেষীদের ভরসাস্থল, দানশীলদের জন্য অনন্য আদর্শ, মানুষের জন্য খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ ছিলেন আর একই সাথে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ মানব এবং ভূমিকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার এক জ্যোতি ছিলেন- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর খিলাফতকাল শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ ছিল না বরং নৈরাজ্য এবং অন্যায় ও অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবায়ুতে জর্জরিত যুগ ছিল। মানুষ তাঁর এবং আবু সুফিয়ানের পুত্রের খিলাফত নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। তারা হতচকিত ব্যক্তির ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে তাদের উভয়ের পথ পানে চেয়ে থাকত। অনেকেই তাদের দুজনকে ইসলামের আকাশের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং উভয়কে সমমর্যাদার মনে করত, কিন্তু সত্যি কথা হলো, সত্য ছিল আলী মুর্তজার পক্ষে। তাঁর যুগে তাঁর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেছে সে নির্ঘাত বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছে।

(সিররুল খুলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৫-২৬, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৯৫-৯৬)

এরপর ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের হেফাজত ও এর আমানত রক্ষায় সুবিচার করার ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলীফারই উন্নত মর্যাদার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এ বিশ্বাস পোষণ করা আবশ্যক যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর, হযরত উমর ফারুক, হযরত যুন্-নুরাইন তথা হযরত উসমান এবং হযরত আলী মুরতজা (রা.)- এঁদের সবাই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। আবু বকর (রা.) যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম এবং একইভাবে হযরত উমর ফারুক ও হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত না হতেন তাহলে পবিত্র কুরআনের কোন একটি আয়াতকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযেলকৃত

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

বলা আমাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ত। ”

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫১, মকতুবাত নং ২)

খুলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন,

খোদার কসম! তারা এমন লোক যারা সৃষ্টির সেরা মহানবী (সা.)-এর সাহায্যকল্পে মৃত্যু বা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন অবিচল এবং আল্লাহ্র খাতিরে তারা স্বীয় পিতা ও পুত্রদের ত্যাগ করেছেন এবং তাদেরকে তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। নিজ প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তাদের শিরোচ্ছেদ করেছেন। আর খোদার পথে নিজেদের মূল্যবান সম্পদ ও প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের সৎকাজের স্বল্পতার জন্য কাঁদতেন এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত ছিলেন। তাদের কোন অহংকার ছিল না যে, আমরা কোন পুণ্যকাজ করেছি। তাদের চোখ তৃপ্তিকর ঘুমের স্বাদ নেয়নি, অর্থাৎ তারা কখনো পর্যাপ্ত মাত্রায় ঘুমান নি, কেবল বিশ্রামের খাতিরে দেহের জন্য আবশ্যকীয় ন্যূনতম ঘুমটুকু ছাড়া। তারা নিয়ামতরাজির প্রতি আসক্ত ছিলেন না। তাহলে তোমরা কীভাবে ভাবতে পার যে, তারা অন্যায় করতেন, সম্পদ আত্মসাৎ করতেন, ন্যায়বিচার করতেন না এবং জুলুম-নির্যাতন করতেন? আর এটি প্রমাণিত যে, তারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উর্ধ্বে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্র দরবারে নতশির থাকতেন এবং ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্তে বিলীন) ব্যক্তি ছিলেন।”

(সিররুল খুলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৫-২৬, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৮

অতএব এটি হলো সেই অন্তর্দৃষ্টি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (ইসলামের) উক্ত চার খলীফার মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে আমাদেরকে দান করেছেন। এটিই সেই মর্যাদা যা প্রত্যেক মুসলমান উক্ত বুযুর্গদেরকে প্রদান করলে পরেই সত্যিকার মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং পারস্পরিক মতবৈষম্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ উম্মতের অংশ হতে পারবে। নতুবা আমাদের মতপার্থক্য ইসলামের কোন উপকারে না আসলেও শত্রুরা অবশ্যই এর সুযোগ নিবে এবং তারা সুযোগ নিচ্ছেও বটে; বর্তমানে আমরা এটিই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এ যুগে ইসলামের কোন সেবা তখনই হতে পারে এবং ইসলামের সুরক্ষার করার বাসনা তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন আল্লাহ্র এই সিংহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে; যাকে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা এ কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন।

যেমনটি আমি বলেছি এখন আমরা মুহর্‌রম মাস অতিক্রম করছি। কাল বা পরশু দশই মুহর্‌রম আসতে যাচ্ছে যাতে হযরত হোসেন-এর শাহাদাত দিবস উপলক্ষ্যে শিয়ারা তাদের ভাবাবেগ প্রকাশ করে থাকে। হযরত হোসেনকে যেভাবে শহীদ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চরম পাশবিক এক আচরণ ছিল। শিয়ারা এ বিষয়ে যেভাবে আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ করে থাকে কিংবা মোটের ওপর হযরত হোসেন (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে তাদের যে আবেগ রয়েছে তার ভিত্তিতে বা তার নিরিখে আমাদের সম্পর্কে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মনে করা হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা তাঁর জামা'ত নবী পরিবারের মর্যাদা চিনতে পারেন নি বা বুঝে নি। আহমদীয়া জামা'ত সর্বদা এই ভুল ধারণা দূরীভূত করার চেষ্টা করে আসছে। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী বলেছেন তা আমি এইমাত্র কতিপয় উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি যা দ্বারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আলী (রা.)-এর মাকাম ও মর্যাদা কেমন ছিল তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু একই সাথে আমরা এ বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, বাকি তিন খলীফাও সত্যের ওপর ছিলেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। যাহোক, এখন আমি এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী এবং উক্তির আলোকে কিছুটা বর্ণনা করব যে, তাঁর (আ.) দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর পরিবারের মর্যাদা কীরূপ ছিল আর তিনি (আ.) এ প্রসঙ্গে জামা'তের উদ্দেশ্যে কী নসীহত প্রদান করেছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'সিররুল খিলাফাহ্'-তে হযরত আলী (রা.) এবং মহানবী (সা.)-এর পরিবার সম্পর্কে লিখেছেন। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, অসহায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি সর্বদা প্রেরণা জোগাতেন এবং স্বল্পে তুষ্ট থাকা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তিনি অভাবীদের খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ প্রদান করতেন। তিনি খোদার নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণকারীদের মাঝে অগ্রগামী, অর্থাৎ তিনি পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করেছিলেন, এবং এতে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, আমি জাগ্রত অবস্থায় তাকে দেখেছি; (অর্থাৎ হযরত আলীর সাথে জাগ্রত অবস্থায় দিব্যদর্শনে সাক্ষাৎ হয়েছে, ঘুমের মধ্যে নয়;) আর সেই অবস্থাতেই তিনি (অর্থাৎ হযরত আলী) অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র গ্রন্থের তফসীর আমাকে প্রদান করেন এবং বলেন, এটি আমার রচিত তফসীর, যা এখন আপনাকে দেওয়া হচ্ছে; এই উপহার আপনার জন্য কল্যাণময় হোক! একথা শুনে আমি আমার হাত বাড়িয়ে সেই তফসীরটি গ্রহণ করি এবং মহা-ক্ষমতার অধিকারী, পরম দানশীল আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমি তাকে (অর্থাৎ হযরত আলীকে) গঠনগড়নে ভারসাম্যপূর্ণ, দৃঢ় ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত সদাশয়, বুদ্ধিদীপ্ত ও আলোকিত ব্যক্তিরূপে দেখেছি। আমি হলফ করে বলছি, তিনি আমার সাথে পরম ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আর আমার হৃদয়ে এই কথা সঞ্চার করা হয়েছে যে, তিনি আমার সম্পর্কে ও আমার বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত আছেন। বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের দিক থেকে শিয়াদের সাথে আমি যে ভিন্নমত পোষণ করি- তিনি সেটাও জানেন; কিন্তু তিনি কোন অসন্তুষ্টি বা অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেন নি, কিংবা আমাকে এড়িয়েও যান নি। বরং তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং একান্ত প্রিয়জনের মতো আমার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রকৃত স্বচ্ছ-হৃদয় ব্যক্তিদের মতো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আর তার সাথে হোসেন, বরং হাসান-হোসেন উভয়ে এবং রসুলদের নেতা খাতামান্নাবীঈন (সা.)-ও ছিলেন। অধিকন্তু তাদের সাথে অত্যন্ত সুশ্রী, পুণ্যবতী, সম্ভ্রান্ত, অতিশয় কল্যাণমণ্ডিত ও পবিত্র, শ্রদ্ধাস্পদ, মর্যাদাসম্পন্ন, আপাদমস্তক জ্যোতির্মণ্ডিত এক যুবতী নারীও ছিলেন, যাকে আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেখতে পাই, কিন্তু তিনি তা গোপন করে রেখেছিলেন। আমার অন্তরে তাঁর এ পরিচিতি তুলে ধরা হয় যে তিনি হলেন হযরত ফাতেমাতুয্-যাহরা। তিনি আমার কাছে আসেন, আর আমি তখন শুয়ে ছিলাম। তিনি আমার শিয়রে বসেন এবং আমার মাথা নিজের কোলের ওপর রাখেন আর পরম মমতা প্রদর্শন করেন। আমি দেখলাম যে, তিনি আমার কোন দুঃখের কারণে বিমর্ষ ও বিষণ্ন হয়ে আছেন; আর সন্তানদের কষ্টের সময় মায়েদের ন্যায় স্নেহ, মমতা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

এ সম্পর্কে নোংরা মন-মানসিকতার মৌলভীরা আপত্তি করে থাকে যে, তিনি (আ.) লিখেছেন হযরত ফাতেমা (রা.) আমার মাথা নিজের উরুতে রেখেছেন। এটা তো সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার যে বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে- তার বর্ণনা হচ্ছে। কিন্তু এসব নোংরা মনমানসিকতার লোকদের কে-কী বলবে! অথচ সাধারণ মুসলমানরা তাদের কথা শুনে মনে করে হযরত ফাতেমাতুয্ -যাহরা (রা.) এর অবমাননা করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ্)। পরবর্তী অংশে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কীভাবে তিনি কী বলছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি আমার সাথে এক মায়ের ব্যবহার করেছেন।

যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, এরপর আমাকে বলা হয় যে, ধর্মের সম্পর্কের দিক থেকে তাঁর অর্থাৎ হযরত ফাতেমার (রা.) দৃষ্টিতে আমার অবস্থান পুত্রের ন্যায়। আর আমার মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, তাঁর দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া এ ইঙ্গিত বহন করে যে, আমি আমার জাতি, স্বদেশবাসী এবং শত্রুদের অত্যাচারের সম্মুখীন হব। হযরত ফাতেমা এ কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন যে, আমার পুত্রকে এসব অত্যাচার সইতে হবে। এরপর হাসান (রা.) ও হোসেন (রা.) উভয়ে আমার কাছে আসেন এবং আমার প্রতি সহোদরের মতো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেন এবং সমব্যথীদের ন্যায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই কাশফ জাগ্রত কাশফগুলোর একটি ছিল। এরপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হোসেন (রা.)-এর সাথে আমার এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য রয়েছে; আর এ সাদৃশ্যের গূঢ়তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু ছাড়া কেউ জানে না। আমি হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর দুই পুত্রকে ভালোবাসি আর যে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমিও তাদের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সাথে শত্রুতা পোষণ করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী নই এবং এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ আমার কাছে যা প্রকাশিত করেছেন আমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব আর আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত নই।

(সিররুল খুলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ১১০-১১২, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৬)

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,আমি এই কাসীদা, যা হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সম্পর্কে লিখেছি বা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, এটি মানবীয় কাজ নয়, এটি তো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে। সে নোংরা প্রকৃতির মানুষ, যে সিদ্ধপুরুষ এবং পুণ্যবানদের বিরুদ্ধে অপলাপ করে। আমার বিশ্বাস, কোন ব্যক্তি হোসেন (রা.) বা হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো পুণ্যবান ব্যক্তিদের সম্পর্কে অপলাপ করে এক রাতও জীবিত থাকতে পারে না আর 'মান আদা ওয়ালীয়ান লি' সতর্কবাণী তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পাকড়াও করে। অতএব কল্যাণমণ্ডিত ও আশিসমণ্ডিত সেই ব্যক্তি, যে স্বর্গীয় ইচ্ছাকে অনুধাবন করে এবং আল্লাহ্ তা'লার কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা করে ও প্রণিধান করে।

(এজাজে আহমদী, পরিশিষ্ট নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৪৯)

তিনি (আ.) এখানে যে হাদীসের উদ্বৃতি দিয়েছেন এর অর্থ হলো, যে আমার বন্ধুর প্রতি শত্রুতা রাখে, 'মান আদা লী ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব্' অর্থাৎ যে আমার ওলী বা বন্ধুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষনা দিচ্ছি। কারো প্রতি যখন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর তা যদি ব্যক্তিগত বৈঠকে হয় যেখানে অন্য কেউ থাকে না তখন সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হৃদয়ের চিত্র হয়ে থাকে। এমনিতে এক পবিত্র ব্যক্তির প্রতিটি কথা-ই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু আপত্তিকারীদেরও এটি জানা উচিত যে, ঘরে বা পারিবারিক গণ্ডিতে তাঁর (আ.) কীরূপ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। স্বীয় রচনাবলীতে বা বক্তৃতায় অথবা সাধারণ বৈঠকেই কেবল হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বা মহানবী (সা.)-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করেন নি বরং পারিবারিক বৈঠকে সন্তানদের সাথে বসে থাকার সময়ও নিজ আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি এরূপ ভালোবাসার কারণেই মহানবী (সা.)-এর পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। যেমন একবার মুহররম মাসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ বাগানে একটি খাটে শুয়েছিলেন। তিনি (আ.) আমাদের সহোদরা মুবারাকা বেগম সাহেবা সাল্লামাহা এবং আমাদের সর্ব কনিষ্ঠ ভাই মুবারক আহমদ মরহুমকে নিজের কাছে ডেকে বলেন, এসো; আমি তোমাদের মুহাররমের ঘটনা শুনাই। তারপর তিনি (আ.) গভীর বেদনার সাথে হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদাতের বৃত্তান্ত শুনান। একদিকে তিনি ঘটনা শুনাচ্ছিলেন আর অন্যদিকে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আর তিনি (আ.) বারবার তাঁর আঙুলের ডগা দিয়ে সেই অশ্রুজল মুছছিলেন। এই হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা শেষ করার পর তিনি (আ.) অত্যন্ত ব্যকুলচিত্তে বলেন, অপবিত্র ইয়াযিদ আমাদের মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্রের ওপর এই অত্যাচার করিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সেই অত্যাচারীদেরকে অচিরেই শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত করেন। তখন তাঁর (আ.) ওপর এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছিল এবং নিজ মনিবের হৃদয়ের টুকড়োর এমন গভীর বেদনাদায়ক শাহাদাতের কল্পনায় তাঁর হৃদয় ছটফট করছিল। আর এসবই ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে।

(সীরাতে তাইয়েবা, রচয়িতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬-৩৭)

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত নবাব মুবারাকা বেগম সাহেবা এক স্থানে বলেন, (ঘটনাটি তাঁর সাথে ঘটেছে, তিনি নিজে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে,) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাগানে একটি খাটে বিশ্রাম করছিলেন। আমি আর মুবারক তাঁকে (আ.) একটি কচ্ছপ দেখাতে নিয়ে আসি। হুযুর (আ.) সেটি উপেক্ষা করে বলেন, এসো; আমি তোমাদের মুহাররমের ঘটনা শুনাই। তিনি বলেন, তারপর আমরা উভয়েই তাঁর পাশে বসে পড়ি। সেটি মুহাররম মাসের প্রথম দশক ছিল। তিনি (আ.) ইমাম হোসেন-এর শাহাদাতের ঘটনা শুনানো আরম্ভ করেন। তিনি (আ.) বলেন, তিনি ছিলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মহাসম্মানিত নবী (সা.) -এর দৌহিত্র; মুনাফিকরা অত্যাচারীদের হাতে তাঁকে কারবালার প্রান্তরে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় তাঁকে (রা.) শহীদ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরপর বলেন, সেই দিন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। চল্লিশ দিনের মধ্যে অত্যাচারী খুনিদেরকে খোদা তা'লার আযাব পাকড়াও করে, কেউ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, আবার কারো ওপর অন্য কোন আযাব পতিত হয় আবার কেউ অন্য কোন শাস্তিতে নিপতিত হয়। আর ইয়াজিদকে তিনি (আ.) ইয়াজিদ পলিদ বা নোংরা ইয়াজিদ বলে সম্বোধন করতেন। বেশ দীর্ঘ ঘটনা তিনি (আ.) শুনিয়েছেন। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন বা ব্যকুলতা প্রকাশ পাচ্ছিল আর অশ্রু ঝরছিল এবং তিনি নিজের তর্জনীর মাধ্যমে তা মুছে ফেলার চেষ্টা করছিলেন।

(হযরত সৈয়াদাহ নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা রচিত তাহরীরাতে মুবারাকা থেকে চয়নকৃত, পৃ: ২২২)

এই অত্যাচারের ঘটনা যারাই শোনে, তাদের গা শিউরে উঠে। শত্রুরা যখন প্রাধান্য বিস্তার করে তখন হযরত ইমাম হোসেন (রা.) নিজের ঘোড়ার মুখ ফুরাত অভিমুখী করে সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু শত্রুরা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এক ব্যক্তি তাঁকে (রা.) লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে যা তাঁর চিবুকে বিদ্ধ হয় এবং গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। আক্রমণকারীরা আক্রমণ চালিয়ে যায় এবং তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন, আমি শাহাদাতের পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র কসম! আমার পর আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে তোমরা হত্যা করবে না, যাকে হত্যার কারণে আমাকে হত্যার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বলেন, আল্লাহর ওপর আমার বিশ্বাস যে, তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে আমার ওপর কৃপা করবেন আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে এমনভাবে প্রতিশোধ নিবেন যে, তোমরা হতভম্ব হয়ে যাবে। সেই পাষাণরা তাঁর (রা.) সাথে এবং তাঁর পরিবারবর্গের সাথে কেমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল দেখুন! তারা তাঁকে শহীদ করে আর শহীদ করার পর তাঁবুতে গিয়ে লুটপাট করে এবং মহিলাদের মাথা থেকে চাদর খুলে ফেলে। হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-কে শহীদ করার পর তাঁর (রা.) লাশ সম্বন্ধে তাদের কমাণ্ডার ঘোষণা দেয়, এই লাশের ওপর দিয়ে কে ঘোড়া দৌড়াবে। এতে দশজন অশ্বারোহী প্রস্তুত হয়ে যায় আর তারা তাঁর (রা.) লাশকে পদপিস্ট করে। তাঁর কোমরের হাড়, পাঁজরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়। এক বর্ণনা মতে তাঁর শরীরে ৩৩টি বর্ষার আঘাত এবং ৪৩টি তরবারির আঘাত লাগে, এছাড়া তিরের আঘাতও ছিল। অতঃপর তাঁর শিরোচ্ছেদ করে গভর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর গভর্ণর মাথাটিকে কুফায় রাস্তায় পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেয়।

(তারিখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৩) (তারিখে ইসলাম, ২য় খণ্ড, রচয়িতা আকবর শাহ নাজিবাবাদী, পৃ: ৭৬)

এটি বীভৎস পর্যায়ের অত্যাচার। চরম নোংরা শত্রুও এমনটি করবে না। আমি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন বেদনায় তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। সুতরাং কীভাবে এটি বলা যেতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্, আমরা নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রাখি না বা সে ভালবাসাকে বুঝি না! একদা তিনি (আ.) যখন জানতে পারেন যে, হযরত ইমাম হোসেন সম্পর্কে কেউ একজন অশোভনীয় শব্দ উচ্চারণ করেছে তখন তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জামা'তকে নসীহত করেন। তিনি বলেন, স্মরণ রাখবেন কোন একজনের একটি পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, কতিপয় নির্বোধ ব্যক্তি যারা নিজেদের আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সম্পর্কে এই বাক্য মুখে আনে যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি ইয়াযিদের হাতে বয়আত না করার কারণে বিদ্রোহী ছিলেন এবং ইয়াযিদ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বলেন, লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন অর্থাৎ মিথ্যাবাদিদের ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

আমার জামা'তের কোন ধার্মিক ব্যক্তির মুখ থেকে এ জাতীয় নোংরা শব্দ বেরিয়ে থাকবে– আমি তা আশা করি না। পাশাপাশি আমার মনে হয়, যেহেতু অধিকাংশ শিয়া তাদের নিয়মিত যিকর আযকার, তাবার্‌রা ও অভিসম্পাতে আমাকেও যোগ করেছে তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, কোন বোকা বা নির্বোধ ব্যক্তি অজ্ঞতাপূর্ণ কথার প্রত্যুত্তরে অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলে থাকবে, যেমনটি কতিপয় নির্বোধ মুসলমান মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের মন্দ কথার প্রত্যুত্তরে ঈসা (আ.) সম্পর্কে কটুকথা বলে বসে। যাহোক আমি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমার জামা'তকে অবগত করছি যে, আমরা বিশ্বাস রাখি, ইয়াযিদ একজন অপবিত্রচেতা দুনিয়ার কীট ও অত্যাচারী ব্যক্তি ছিল। যে অর্থে কাউকে মু'মিন বলা হয়– তা তার মাঝে ছিল না। মু'মিন হওয়া কোন সহজ কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সম্বন্ধে বলেছেন, قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا (সূরা হুজুরাত: ১৫) অর্থাৎ মু'মিন তারাই হয়ে থাকে– যাদের কর্ম তাদের ঈমানের সাক্ষ্য দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান খোদিত হয়, যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর খোদাভীতির সূক্ষ্ম এবং সংকীর্ণ পথকে খোদার জন্য অবলম্বন করে আর তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হয়ে যায়। এমন সব বিষয় যা চারিত্রিক ব্যাধি অথবা অপকর্ম বা আলস্য অথবা শৈথিল্য এক কথায় প্রত্যেক বিষয় যা প্রতীমার ন্যায় খোদা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তারা তা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু দুর্ভাগা ইয়াযিদের এই সৌভাগ্য লাভ কোনভাবে সম্ভব ছিল না। দুনিয়ার মোহ তাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হোসেন (রা.) পূত-পবিত্র এবং নিঃসন্দেহে তিনি সেই সকল মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে খোদা তা'লা স্ব-হস্তে পবিত্র করেন এবং নিজের ভালবাসায় পরিপূর্ণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেহেশ্‌তের সর্দারদের একজন। তাঁর প্রতি এক অণু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হবে। আর এই ইমামের খোদাভীতি এবং খোদার প্রতি ভালোবাসা আর ধৈর্য এবং দৃঢ়তা এবং জগৎ বিমুখতা আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। আমরা এই নিষ্পাপ ব্যক্তির হেদায়েতের অনুসরণকারী– যা তিনি অর্জন করেছিলেন। ধ্বংস হয়ে গেছে সেই হৃদয়, যে তাঁর শত্রু, আর সফল হয়েছে সেই হৃদয়, যে কার্যত তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে আর তাঁর ঈমান এবং তাঁর চরিত্র, বীরত্ব, খোদাভীতি, অবিচলতা এবং খোদাপ্রেমের সকল ছাপ প্রতিবিম্ব পরিপূর্ণ অনুসরণের সাথে নিজের অন্তরে সেভাবে ধারণ করে যেভাবে একটি পরিষ্কার আয়নার মাঝে সুদর্শন মানুষের অবয়ব দেখা যায়। এরা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। এদের মূল্য তারাই বুঝেন যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর দৃষ্টি তাদের সনাক্ত করতে পারে না, কারণ তারা পৃথিবী থেকে দূরে। হযরত হোসেন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এটিই কারণ ছিল যে, তাঁকে সনাক্ত করা হয়নি। পৃথিবী কোন্ পবিত্র ও মনোনীত ব্যক্তিকে তাঁর যুগে ভালোবেসেছিল যে, হোসেনকে ভালোবাসবে। বস্তুত হোসেন (রা.)-এর অবমাননা চরম দুর্ভাগ্য ও ঈমানহীনতার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি হোসেন (রা.) অথবা পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভুক্ত কোন বুযূর্গের অবমাননা করে বা তাদের সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করে সে তার নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে, কেননা মহাপরাপক্রমশালী আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির শত্রু হয়ে যান যে তাঁর মনোনীত এবং প্রেমিকের প্রতি শত্রুতা রাখে।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৫৩-৬৫৪)

এসব কথা শোনার পরও আমরা কীভাবে একথা বলতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন না। মহানবীর পরিবারের প্রতি ভালোবাসার যে গভীর জ্ঞান তাঁর (আ.) ছিল, তা অন্য কারো মাঝে ছিল না আর থাকা সম্ভবও নয়। তিনি (আ.) এ কথাই বলেছেন। কিন্তু শিয়ারা যেখানে বাড়বাড়ি করেছে বা সীমালঙ্ঘন করেছে সেখানে তিনি প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট করেছেন আর যেখানে সুন্নীদের ভুল হয়েছে সেখানে তিনি (আ.) তাদেরকেও বলেছেন যে, তোমরা নিজেদের সংশোধন কর। আর এটিই ন্যায় বিচারকের কাজ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা প্রচার ও প্রচলনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উভয় বড় ফিরক অর্থাৎ শিয়া ও সুন্নী আহমদীদেরকে আজেবাজে কথা বলে। আমাদেরকে যুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সেকাজ আমাদের করে যেতে হবে যা আমাদের ওপর ন্যাস্ত এবং যে কাজের জন্য আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছি; অর্থাৎ পৃথিবীময় প্রকৃত ইসলামকে প্রচার করা। ইমাম হোসেন প্রদর্শিত আদর্শ দৃষ্টিপটে রাখুন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার এক পঙক্তিতে বলেছেন যে,

তারা তোমাদেরকে হোসেন বানায় আর নিজেরা ইয়াযিদ সাজে এটি কতই না সস্তা ব্যবসা, শত্রুকে তির চালাতে দাও।

(কালামে মাহমুদ, পৃ: ১৫৪)

অতএব আমাদের এই কুরবানী আমাদের এই ত্যাগ ইনশাআল্লাহ্ বৃথা যাবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আমার সাথে হোসেনের সামঞ্জস্য আছে ঠিকই, তবে এবার পূর্বের মতো পরিণতি হবে না। বরং এবার পরিণতি সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, কারণ আল্লাহ্ তা'লা এবার হোসেনী গুণের অধিকারীদের জন্যই বাহ্যিক বিজয়ও নির্ধারিত করে রেখেছেন অপরদিকে শত্রুরা ব্যর্থ ও পর্যদুস্ত হবে।

(আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১০) (খুতবাতে মাসরূর,৮ম খণ্ড, পৃ: ৬৩৫-৬৩৬)

সুতরাং আমাদের সবসময় বিশেষ করে এই মাসে বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত, কেননা পাকিস্তানে এবং অন্যান্য স্থানের শত্রুরা চরম রূপ ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনযোগ দিন। দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন। যত বেশি আমরা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে মাথা অবনত করব, ততই দ্রুত আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিজয় ও সফলতা দান করবেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। মুসলমান দলগুলো নিজেরাই একে অপরের গলা কাটতে ব্যাস্ত। বিশেষ করে দশই মুহাররাম তারিখে ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ইমাম বারগাহ্ এবং তা'যিয়া মিছিলে বা অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করা হয়, মানুষকে শহীদ করা হয়, ধর্মের নামে শহীদ করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন এবং কমপক্ষে এ বছর যেন কোন দেশ থেকে এই সংবাদ না আসে যে, এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে হত্যা করেছে। মুসলমানরা যেন এই প্রকৃত সত্যকেও দ্রুত অনুধাবন করতে পারে যে, ইসলামের জন্য যে বিজয় আল্লাহ্ তালা নির্ধারণ করেছেন, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই করেছেন এবং তাদের সফলতা এখন যুগ ইমামের হাতে বয়আত করার মাঝেই নিহিত, এই উপলব্ধিও যেন তাদের মাঝে দ্রুত সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বুঝার সৌভাগ্য দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কেরে তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

****

১ পাতার শেষাংশ.....

অবস্থায় রয়েছেন আর রসূল করীম (সা.) তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। হযরত আবু বাকার তৎক্ষণাৎ নতজানু হয়ে বসে পড়লেন এবং নিবেদন করলেন, হে রসূলুল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতামাত উৎসর্গিত হোক। দোষ আমারই ছিল। উমরের দোষ ছিল না। এভাবে তিনি হযরত উমরের উপর আঁ হযরত (সা.)-এর অপ্রসন্নতা দূর করার চেষ্টা করেন। এটিই ছিল তাদের পুণ্যকর্মে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করার স্পৃহা। অপরাধ হযরত উমরের ছিল, কিন্তু ক্ষমা চাইছেন হযরত আবু বাকার, যাতে হযরত উমরের উপর তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট না হন।

বস্তুত ইসলাম অন্যান্য ধর্মের থেকে আরও অনেক বিষয়ে অনন্য মর্যাদার অধিকারী, যেগুলি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে, অপর দিকে এটিও একটি বিরাট পার্থক্য এই যে, অন্যান্য ধর্ম কেবল পুণ্যকর্মের প্রতি আহ্বান করে,কিন্তু ইসলাম আহ্বান করে পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪-২৫৫)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

এক অতিথি বলেন, হুযুর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হল আজকের যুগে সমাজে ধর্মকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না, ধর্মকে মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে দেখে। একজন খৃষ্টান হিসেবেও এই বিষয়টি আমি অনুভব করতে পারি। এছাড়া খলীফার ভাষণে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমার মনে হয়েছে সেটি হল শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব। এ বিষয়ে জামাত আহমদীয়া এমনিতেই একটি উচ্চাঙ্গের উদাহরণ। কেননা মানুষের যখন জানা থাকে যে তাদের পবিত্র ঐশী গ্রন্থ কি শিক্ষা দেয়,তখন অনেক সমস্যা থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি।

এক অতিথি বলেন, আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে খলীফার ভাষণে যে মূল্যবোধ এবং মানুষের কর্মপন্থার উল্লেখ হচ্ছিল, সেগুলি তার ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আমি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে শতভাগ একমত। খলীফার ব্যক্তিত্ব আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর সত্তা বলে অনুভূত হয়েছে। খলীফার ভাষণে সব থেকে বেশি যে বিষয়টি আমার পছন্দ হয়েছে সেটি হল, 'আমার কাছে ধর্মের শিক্ষা আছে অথচ আমি সেটি অনুশীলন করলাম, এমন শিক্ষার কোনও উপকারীতা নেই।' আসল কথা হল মানুষ নিজের কর্মযোগে প্রমাণ করে দেখাক যে তার মধ্যে উচ্চমানের নৈতিকতা বিদ্যমান।

একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম, আর এখনও আমার উপর তাঁর অনেক প্রভাব রয়েছে। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, আজকের দিনে এমন একটি অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হল। আজকের সাক্ষাতের পূর্বে আমি অত্যন্ত আশঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন ছিলাম, কারণ আমি জানতাম না যে খলীফার সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাত করতে হয়। কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাত হল,তখন আমি খুব শীঘ্রই আশ্বস্ত হলাম। আর নিঃসন্দেহে এটি খলীফার ঈশ্বরদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তির কারণেই ছিল। আজকের ভাষণে এবিষয়টি সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে যে তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষগুলির অপনোদন করেছেন। সেই সঙ্গে শান্তি প্রসঙ্গে যে বার্তা দিয়েছেন সেটিও অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল।

আরেক অতিথি বলেন, তাঁর জন্য এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উপযোগী ছিল। হুযুর অসাধারণ ভঙ্গিতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এভাবে এই ধরণের বিষয়ের উপর মানুষের কথার ক্ষেত্রে মানুষের সংশোধন হয়েছে। এর দ্বারা নিশ্চয় অনেক মানুষের উপকার হয়েছে। এটা জরুরী ছিল যে খলীফা উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে স্পষ্ট করতেন যে ইসলামের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

একজন ভদ্রমহিলা বলেন, প্রথমবার খলীফার উপর দৃষ্টিপাত করে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। সেই সঙ্গে এক শ্রদ্ধাবোধও ছিল। আমি এমনিতেই ইসলাম ধর্মের বিষয়ে আগ্রহী। আরও একটি বিষয় খলীফার ভাষণের আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তা হল আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। মানুষের মনের বিদ্বেষ দূর করার জন্য এটি জরুরী। বস্তুত ইসলাম শান্তির ধর্ম আর এজন্য আজকের ভাষণ জরুরী ছিল যে যারা ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ লালন করেন,তাদের সেই বিদ্বেষ যেন দূর হয়।

আরেক অতিথি বলেন, খলীফার সমস্ত কথাই আমার পছন্দ হয়েছে; কেননা তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর একটি কথা আমাকে অবাক করেছে। তিনি বলেছেন, মানুষের জন্য সব ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়া আবশ্যক নয়। ক্ষমাও মানুষের উপকার সাধন করতে পারে।

আরনো তাপে নামে এক অতিথি বলেন, আমি এর আগেও খলীফার ভাষণ শুনেছি। সেই সময়ও তাঁর ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবারও তাঁর কথাগুলি আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু যুগ খলীফার ভাষণ নিয়ে অনেক স্থানে আলোচনা চলবে, তাই আমার পরামর্শ, খলীফার ভাষণটি যথাশীঘ্র ছাপিয়ে সমস্ত অতিথি এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের দেওয়া হোক। এভাবে সকলের কাছে যুগ খলীফার কথাগুলি সরাসরি পৌঁছে যাবে।

একজন মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাতকার

আজকের অনুষ্ঠানে ডাচল্যাণ্ড রেডিওর একজন মহিলা সাংবাদিক হুযুরের সাক্ষাতকার নিতে এসেছিলেন। এছাড়াও রাষ্ট্রদূত বেরেশেম সাহেবও সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন, যিনি ডাইরেক্টর অফ ডিপার্টমেন্ট রিলিজিয়ন এন্ড পলিটিক্স মিনিস্ট্রি অফ ফরেন এফেয়ার্স পদে আসীন আছেন।

ডাচল্যান্ড রেডিওর মহিলা সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সাক্ষাত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, গতকাল আমি আপনার বক্তব্য শুনেছিলাম। আমার প্রথম প্রশ্ন হল, আপনি বলেছিলেন, ইউরোপের মধ্যে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে যা ইউরোপ বাসীর জন্য ইসলাম অপেক্ষা বেশি আশঙ্কার কথা। তাই খৃষ্টবাদ হোক বা ইহুদী ধর্মমত- আপনি মানুষকে ধর্মের দিকে নিয়ে আসার কথা বলেছেন। আপনার মতে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ধর্মহীনতা কোন্ বিপদ ডেকে আনছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বাইবেল ও কুরআন সহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থে কিছু নৈতিক মূল্যবোধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি এখন পুরোপুরিভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। যেমন, পিতামাতার সেভাবে সম্মান করা হয় না, যেমনটি অতীতে করা হত বা ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষা অনুসারে তাদের সম্মান করা হয় না। এইরূপ দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি সংবাদ পত্রে নিশ্চয় পড়েছেন, প্রায়দিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে,সন্তানেরা দাবি করে যে পিতামাতা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। অন্যদিকে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হয়ে থাকে। এখন পিতামাতারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে যে, সন্তানেরা যেন এতটা স্বাধীনতা না পায় যতটা তারা এখন পাচ্ছে। এইভাবে অনেক নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে, যেগুলিকে এই সমাজে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এইজন্যই আমি বলি যে, কিছু নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছে না, যেগুলি ঐশীগ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতার গুরুত্বে বিষয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি ইসলামী দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবেন যে বহু ইসলামি দেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা নেই। যেমন জামাত আহমদীয়াকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে কি ইউরোপের ধর্মীয় স্বাধীনতা আপনাদের আরও বেশি উন্নতি করার সুযোগ দেয় না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইউরোপে অবশ্যই একটি ইতিবাচক বিষয় পাওয়া যায়-আপনি এখানে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, ধর্ম বা মতবাদের স্বাধীনতা উপভোগ করেন। তাই এখানে আপনি যে কোনও ধর্ম বা মতবাদ মেনে চলা এবং তা অনুশীলন করার বিষয়ে স্বাধীন। কিন্তু কিছু কিছু মুসলিম দেশ এই অধিকার প্রদান করতে অস্বীকার করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন করীমও একথাই বলে যে, ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি নেই, আর আমরাও এর উপর ঈমান রাখি। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা যখন ধর্মমতের প্রচার করি বা তা ধর্মাচারের মাধ্যমে প্রকাশ করি, তখন মানুষ এটিকে পছন্দ করে, তবে তারা তা গ্রহণ করবে। আমি আশা করি এখানে যে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, তার কল্যাণে এখানকার মানুষরা যখনই ধর্মের প্রতি মনোযোগী হবে,তখন তারা দেখবে যে ইসলামী শিক্ষামালা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত উপযোগী সাব্যস্ত হবে। এই জন্যই আমি আশা করি, যদি মানুষের মনোযোগ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে এখানে ইসলাম অনেক উন্নতি করবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আহমদীদের জন্য নিজের জামাতের বাইরে বিয়ে করার অনুমতি নেই। আপনি এটিকে ধর্মমতের স্বাধীনতার সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়াবেন? নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার স্বাধীনতা কি নেই?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, একথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আসলে, অনেক সময় মহিলারা পুরুষদের প্রভাবে চাপা পড়ে যায়, এইজন্য আমরা বলি যে, যদি আহমদী মেয়ে জামাতের বাইরে বিয়ে করে, তবে তার নিজের এবং তার সন্তানদের পুরুষের প্রভাবে গুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও আমরা দেখি যে পুরুষ ও মহিলার সম্পর্ক যদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে হয়, তবে কিছু কাল পরে বিভেদ শুরু হয়ে যায়। যার কারণে তাদের পরিবার নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে কিছু মেয়ে যখন আমার কাছে এর জন্য অনুমতি চায়, তখন আমি তাদেরকে অনুমতি দিয়েও দিই। এছাড়াও কিছু আহমদী ছেলেরাও জামাতের বাইরে বিয়ে করে; কিছু এমন ছেলেও আছে যাদের স্ত্রীরা খৃষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী। যাইহোক আমাদের ধর্মবিশ্বাস হল একজন মোমেনের এমন ব্যক্তিকে বিয়ে করা উচিত যে খোদাতে বিশ্বাস করে এবং মূর্তিপূজা করে না।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, কালকের অনুষ্ঠানে কোন আহমদী মহিলা আমার

চোখে পড়েনি। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'কালকের অনুষ্ঠানটি বাইরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অনেক মানুষকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল আর অনেকেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু সেখানে আসন সংখ্যা সীমিত ছিল। আর যারা অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন, তারা পুরুষই ছিলেন। অন্যথায় আমরা এই ধরণের যে অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করে থাকি না কেন, সেখানে সেই সব মহিলাদেরও বসার অনুমতি থাকে যারা নিজেদের অতিথিদের নিয়ে আসেন। কিন্তু কালকের অনুষ্ঠানে যাদেরকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল আর যারা অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন, তাদেরকে আহমদী মহিলারা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নি। আর অনুষ্ঠানে কেবল পুরুষরাই অংশগ্রহণ করছিলেন। সেই কারণেই সেখানে কেবল পুরুষ ছিলেন, কোনও মহিলা ছিলেন না। কিন্তু সচরাচর আমাদের মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য আরও অনুষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাদের উপস্থিতিও থাকে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমি পড়েছি যে বাড়িই হল আহমদী মহিলাদের জন্য সর্বপ্রথম স্থান। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথম কথা হল ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বাবলী পৃথক ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই অনুসারে পরিবারের জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষদের; আর্থিকভাবে পরিবার তারাই সচল রাখে। এবং মেয়েরা সাধারণত পরিবারের দেখাশোনা করে এবং সন্তানদের লালন পালন করে। কিন্তু এরই সঙ্গে আমরা মেয়েদের শিক্ষার্জনের অধিকার অস্বীকার করি না। যদি কোনও মেয়ে শিক্ষিত হয়, ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বা শিক্ষিকা হয় বা আরও কোনও পেশায় প্রশিক্ষিত হয়, তবে সে বাইরে গিয়ে কাজও করে থাকে। কিন্তু ঘরে ফিরে পরিবারের দেখাশোনাও তাদেরকে করতে হয়। তাই প্রথম কথা এই যে দায়িত্বাবলী পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারণ করা আছে, যে নিয়ম অনুসারে পুরুষরা বাইরে গিয়ে কাজ করে এবং মহিলারা সংসারের কাজকর্ম করে। কিন্তু যদি কোনও মহিলা মধ্যে যোগ্যতা থাকে বা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে থাকে, তবে বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে পরিবারের দেখাশোনাও করতে হবে। মহিলাদের বাড়িতে থাকা বা সংসার দেখাশোনা করার এই অর্থ মোটেই নয় যে বাড়ি থেকে তাদের বের হওয়ারই অনুমতি নেই। আমাদের মহিলাদের একটি সংগঠন রয়েছে, যেটি অত্যন্ত সক্রিয়। আপনি যদি কখনও আমাদের জলসা দেখে থাকেন,তবে নিশ্চয় জানবেন যে, মহিলারা নিজেদের অনুষ্ঠান নিজেরাই আয়োজন করে এবং পরিচালনা করে; এরা আমাদের জামাতের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয় একটি সংগঠন। এরা বাইরে গিয়েও নিজের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে এবং তাদের নিজেদের পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকে। এছাড়াও মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক, শিক্ষিকা, আর্কিটেক্ট রয়েছেন যারা বাইরে কাজ করে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, তবে মহিলা ও পুরুষদেরকে পৃথক পৃথক কেন রাখা হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, কেননা আমি মনে করি যে, যদি মহিলাদেরকে পুরুষদের প্রভাব থেকে পৃথক করে সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তারা আরও সুচারুরূপে কাজ করে। পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে তারা নিজেদের কাজ এবং উন্নতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পায়। আপনি যদি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে ছোট্ট একটি চারা গাছ লাগান, তবে সেটি সঠিকভাবে বিকশিত হবে না। এই কারণে আমরা মনে করি, মহিলারা যদি পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে কাজ করে তবে আরও বেশি উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু এর পাশাপাশি মহিলাদের জন্যও সেই সমান অধিকার রয়েছে যা পুরুষদের জন্য রয়েছে। মহিলাদের কাছে 'খোলা' নেওয়ার অধিকার আছে, ইসলামে মহিলাদের উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার আছে এবং আরও অন্যান্য অধিকারসমূহ রয়েছে,যেগুলি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও মহিলারা পেত না। *এখন যে অধিকারগুলি আপনারা ভোগ করেন, তার জন্য এমন দাবি করতে পারবেন না যে আপনারা নারী অধিকারের চ্যাম্পিয়ন। বরং ইসলামই হল নারীদের অধিকারের চ্যাম্পিয়ন।*

সাংবাদিক বলেন, মহিলারা উত্তরাধিকার থেকে পুরুষদের অর্ধাংশ পায়? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'এর পিছনেও একটি প্রজ্ঞা রয়েছে।'

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন, তবে আমার পুরো সময় নিয়ে নিবেন আর আমার এমনিতেই বিলম্ব হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাইহোক যতদূর পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অর্ধেক সম্পত্তি পাওয়ার সম্পর্ক, এবিষয়ে যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, পরিবারে জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষদের। পুরুষ অর্থ উপার্জন করবে এবং সংসার খরচের দায়িত্ব সেই নির্বাহ করবে। তাই মহিলাদের উপর সংসারের ব্যয়ভারের দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও তারা উত্তরাধিকার থেকে যা কিছু পাচ্ছে তা তার নিজের। সেই অর্থ বা সম্পদ সাংসারিক খরচ, স্বামী কিম্বা সন্তানের জন্য খরচ করা আবশ্যক নয়। কেননা, সন্তান বা সংসারের খরচ বহনের দায়িত্ব পুরুষদের। তাই মহিলারা উত্তরাধিকার থেকে যা কিছু পাচ্ছে তা কেবল তার নিজের। কিন্তু পুরুষরা যেটুকু পাচ্ছে,তা থেকে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর খরচ করবে। তাই এই পিছনেই এটিই প্রাথমিক যুক্তি।

সাংবাদিক প্রশ্নের উত্তর শুনে হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানান এবং শেষ প্রশ্নটি করেন। তিনি বলেন, আপনার পূর্বে যিনি খলীফা ছিলেন,তিনি বলেছিলেন, জার্মানীতে একশটি মসজিদ নির্মাণ করতে চান। আপনিও কি তাই চান?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সে তো জার্মানী জামাতকে একটি প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে একশটি মসজিদ তৈরীর পর আমরা থেমে যাব, আমরা জার্মানীতে আরও মসজিদ নির্মাণ অব্যাহত রাখব। কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত একশটি মসজিদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি। এই কারণে বর্তমানে আমাদের মনোযোগ একশটি মসজিদ নির্মাণের কাজেই নিবদ্ধ আছে। এই লক্ষ্য পুরো হওয়ার পর আমি কিম্বার আমার উত্তরসূরী নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।

পারিবারিক সাক্ষাতপর্ব

আজকের সাক্ষাত অনুষ্ঠানে সাক্ষাতকারীদের মধ্যে ছিলেন গাম্বিয়ান বংশোদ্ভুত আহমদী বন্ধু আহমদু জিয়ে সাহেব সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সাক্ষাতের পর বলেন, 'আমি হুযর আনোয়ার (আই.) এর সম্পর্কে ২০ বছর পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি স্বপ্নটি আমার মাকে শোনালে তিনি বলেন, যতদিন হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত না হয়, এই স্বপ্নটি কাউকে শোনাবে না। তাই আমি এই স্বপ্নটি হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কাউকে শোনাই নি।

একটি আশিসমণ্ডিত স্বপ্ন

আজ সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ারকে সেই স্বপ্নটি শুনেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, আমার জন্য দরজা খুলে গিয়েছে আর আমি ভীষণ আনন্দিত। হুযুরকে টিভিতে দেখা এবং মুখোমুখি দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

তিনি নিজের স্বপ্নের উল্লেখ করে বলেন, 'আমি দেখেছিলাম, আমি পানির মধ্যে আছি, যেখানে লক্ষ লক্ষ ফিরিশতাও দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা এখানে কি করছেন? এর উত্তরে ফিরিশতারা উত্তর দিল, তুমি কি আকাশের দিকে দেখ নি? আমি আকাশের পানে চেয়ে দেখি সেখানে এক ব্যক্তি বসে আছে। আমি ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই ব্যক্তি? আমি নিজেই তাদেরকে বললাম, একথা কি সঠিক যে এই ব্যক্তি রসুল করীম (সা.)-এর সুন্নত এবং তাঁর আদর্শকে স্পষ্ট করতে এসেছেন। এর উত্তরে ফিরিশতারা সম্মতিসূচক উত্তর দেন।

যা শুনে আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, আমি এই ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।' ফেরেশতারা বললেন, 'অনেকেই এই ব্যক্তির কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পৌঁছতে পারে না।' একথা শুনে আমি ফিরিশতাদের বললাম, 'আমি ইনশাআল্লাহ্ পৌঁছে যাব।' এরপর আমি সেখান থেকে চলে যাই এবং হুযুর আনোয়ারের দিকে আকাশের দিকে তাকাই এবং তাঁর দিকে নিজের হাত প্রসারিত করে বলি, 'এরা বলছে আপনি রসুল করীম (সা.)-এর আদর্শকে স্পষ্ট করতে এসেছেন। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) সম্মতিসূচক উত্তর দান করেন। আমি হুযুর আনোয়ারকে বলি,'এই কারণেই আমি উপরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি যাতে আপনাকে সালাম জানাতে পারি এবং আপনার থেকে আশিস নিয়ে ফিরে যেতে পারি।' হুযুর বলেন, 'বেশ'। এরপর আমি হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করি। তিনি আমাকে একটি খাম দেন যেটিকে আমি নিজের পকেটে রেখে দিই। নীচে ফিরে এসে লোকদেরকে আমি বলি, 'আমি তো সেই মহান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে এলাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করেছেন এবং আশিস দ্বারা ধন্য করেছেন যা নিয়ে আমি ঘরে ফিরছি। আমি নীচে এসে দেখি একটি হেলিকপ্টার উড়ছে। আমি লোকেদের জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে হেলিকপ্টার কেন এসেছে?

এরপর স্বপ্নের মধ্যেই দেখি, আমি হেলিকপ্টারে প্রবেশ করছি যা একটি মসজিদের উপর উড়ছে। আর এই মসজিদটি দেখে 'খাদিজা মসজিদ' এর মত মনে হল। এরপর আমি মসজিদে পৌঁছে খামটি খুলে দেখি যাতে আশিস ছিল আর সেই আশিস আমি নিজের পরিবারের মধ্যে বিতরন করে দিলাম।

ভদ্রলোক বলেন, গত বছর জলসা সালানায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর সেখানে হেলিকপ্টারও উড়ছিল। এরপর হুযুর আনোয়ার যখন পতাকা উত্তোলন করছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে নারা ধ্বনি উচ্চকিত করছিলেন। নামাযের পর যখন আমি ঘুমালাম, তখন সেই স্বপ্নটি আবার স্মরণে এল। এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, তোমার কি সেই স্বপ্নটি মনে আছে যাতে তুমি এক মহান ব্যক্তিকে দেখেছিলে?এরপর আমি হুযুর আনোয়ারকে প্রথমবার দেখেই কাঁদতে শুরু করলাম। আমি জলসাগাহে অতিথিদের জন্য নির্ধারিত অংশে ছিলাম, যেখান দিয়ে হুযুর খুব কাছ থেকে অতিক্রম করলেন। আমার জীবনে এই প্রথম হুযুর এত কাছে ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন কেউ আমার শরীরে আধা উষ্ণ জল ঢেলে দিয়েছে। এরপর আমি এক ঘন্টা বসে বসে কাঁদতে থাকি।

প্রথমে তো হুযুরকে কাছে থেকেই দেখেছিলাম আর আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর সঙ্গে বার্লিনের খাদিজা মসজিদে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও হল। আমি এই মসজিদটিই স্বপ্নে দেখেছিলাম।

২৫ শে অক্টোবর, ২০১৯

বিদায়ী সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠান

এই অনুষ্ঠানে সমস্ত সাবেক সদর (খুদ্দাম), মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমিলা এবং কায়েদ মজলিস ও অন্যান্য পদাধিকারীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ারের আগমণের পর কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াতের পর নযম পরিবেশিত হয় এবং এরপর হুযুর আনোয়ার ভাষণ দান করেন।

তাশাহুদ, তাউযের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকের অনুষ্ঠানটি বিদায়ী সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সম্মানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি ছয় বছর সদর হিসেবে পূর্ণ করেছেন, যদিও তিনি এখনও খুদ্দাম রয়েছেন। গত বছর থেকে বর্তমান সদর নিজের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। খুদ্দামুল আহমদীয়ায় সেবাদানকারীরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি দেশেই খুব ভাল কাজ করছেন। বিদায়ী সদর সাহেবকে কেবল এই কথাটুকুই বলব যে, এখনও তাঁর উপর জামাতের বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্বাবলীর কারণে আগে এক খাদিম হিসেবে খিদমত ক যে স্পৃহা ছিল তা হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একথা মনে করবেন না যে, কয়েকটি পদ পেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে ফেলেছেন। বরং প্রত্যেক পদাধিকারীকে একথা স্মরণ রাখা উচিত, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'সৈয়্যাদুল কাউমে খাদিমুহু' অর্থাৎ জাতির নেতা, সেই জাতির সেবক হয়ে থাকে। আমাদের পদাধিকারীদের মধ্যে যখন এই স্পৃহা তৈরী হবে, তখন এক বিপ্লব সাধিত হতে পারে। আপনারা নযম পাঠ করেন, আবেগপূর্ণ বক্তব্যও রাখেন, সমবেত কণ্ঠে নযম পরিবেশন করেন- কিন্তু বাস্তবিক উপকার তখনই হয়, যখন আপনাদের চিন্তাধারা আপনাদের এই কথাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কাজেই আগামী সদরকেও এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আর যিনি দীর্ঘকাল সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং অন্যত্র খিদমত করার সুযোগ লাভ করছেন, তাঁকেও মনে রাখতে হবে। আর আমীর থেকে নিম্নস্তরেরর প্রত্যেক পদাধিকারী পর্যন্ত প্রত্যেককে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে তিনি ধর্মের সেবা করার সামর্থ্য দান করছেন আর এটি কারো কোনও অধিকার নয়। অতএব এই কৃপার কথা সব সময় স্মরণ রাখবেন।

কায়েদগণও এখানে বসে আছেন, তাদেরকেও খুদ্দামুল আহমদীয়া প্রসঙ্গে বলে দিই যে খুদ্দামুল আহমদীয়ার একটি কাজ, যেটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তা হল খিলাফতকে রক্ষা করাও বটে। আর এর জন্য তারা অঙ্গীকার বদ্ধও থাকে। আর খিলাফতকে রক্ষা করার অর্থ কেবল বাহ্যিক নিরাপত্তার ডিউটি দেওয়া বা বিশেষ নিরাপত্তার অধীনে ডিওটি দেওয়াকে বোঝায় না। এই কাজ তো অন্যেরাও করতে পারে। প্রকৃত নিরাপত্তা হল যুগ খলীফার বার্তার প্রসার করা এবং তা মেনে চলা, এবং অন্যদের মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব গ্রহণ করা। আমরা অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বামে সর্বত্র লড়ব- কেবল এমন দাবি করাই যথেষ্ট নয়। এটি লড়াইয়ের বিষয় নয়। বর্তমান যুগের লড়াই বা জিহাদ হল এই কথাগুলিকে মেনে চলা। আর এই কাজই খুদ্দামুল আহমদীয়াকে করতে হবে। প্রত্যেক কায়েদ, যয়ীম, নাযিম, মুহতামিম এবং সদরের কাজ এটি। অতএব একথাটি সবসময় মনে রাখবেন, যে কথাগুলি বলা হয়- আপনারা বক্তব্য শোনেন বা খুতবা শোনেন, সেগুলির উপর আমল করলে অন্যরাও সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করবে।

আমার মনে আছে, আমার খিলাফতের প্রারম্ভের দিনগুলিতে মুবাশ্বির আয়ায সাহেব আমাকে লিখেছিলেন যে, খলীফাগণের খুতবা এবং ভাষণ সমগ্র প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পর। অথচ তাঁদের জীবদ্দশাতেই সেগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাই তিনি পত্রের মাধ্যমে নিজের আন্তরিক ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে, পঞ্চম খলীফার যুগের, আমার যে খুতবাগুলি রয়েছে, সেগুলি যেন প্রতি বছর সাথে সাথে প্রকাশিত হতে থাকে। আমি এর অনুমতি দিই, আর একথা যুক্তিযুক্তও বটে। আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়ার খলীফাদের মধ্যে, আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও খলীফাগণ আসতে থাকবেন, প্রত্যেকের একটি যুগ নির্ধারিত রেখেছেন। প্রত্যেক যুগ অনুসারে তিনিই স্বয়ং তাঁদেরকে পথপ্রদর্শন করে থাকেন। আর বর্তমান যুগের দাবি অনুসারে যুগ খলীফার পথপ্রদর্শন করেন। তাই সেই যুগের অবসানের পর নতুন খলীফার নির্বাচন হলে নতুন খলীফাকে আল্লাহ্ তা'লা যখন এই সম্মান প্রদান করেন, তখন সেই অনুসারেই চলতে হবে যেভাবে তিনি পথপ্রদর্শন করেন, পুরোনো পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে নয়। তবে কিছু ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত হয়, কিছু জ্ঞানগত বিষয়ও। সেগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমল করার জন্য যুগ খলীফার কথা শোনা এবং আমল করা জরুরী- খলীফার কথার মধ্যে অভিপ্রায় খোঁজার চেষ্টা করা উচিত নয়। কিছু মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে, অনেক সময় পদাধিকারীগণ মন্তব্য করেন যে, যুগ খলীফা যে কথাটি বলেছেন সেটির উদ্দেশ্য অমুক ছিল। যদি এই উদ্দেশ্য ছিল বা এর স্পষ্টীকরণ আবশ্যক হয়, তবে তার জন্য যুগ খলীফা আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। যদি পূর্ববর্তী খলীফার কোনও কথা হয় আর তাঁর সেই উদ্দেশ্য ছিল, তবে সেটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার কাজও যুগ খলীফার । তিনিই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দিবেন কিম্বা হযরত মসীহ মওউদ এর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও বিষয় বা কথা থাকলে তা স্পষ্ট করবেন। এই কাজ পদাধিকারীদের নয়। এই কথাগুলির ব্যাখ্যা কি হবে তা সিদ্ধান্ত করার কাজ যুগ খলীফার। কাজেই খুদ্দামুল আহমদীয়ার সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, প্রত্যেক পদাধিকারীর স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনারা যুগ খলীফার কথা অনুসরণ করবেন, তাঁর কথা শুনবেন এবং সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করবেন। আর পুরোনো অভিপ্রায় এবং পুরনো কথাগুলিকে হাঁতড়ে বের করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্ তা'লা যতদিন ভাল মনে করেন, একজন খলীফাকে জীবিত রাখেন এবং তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন। এবং যতদিন ভাল মনে করেন, একটি যুগের অবসান ঘটে এবং পরবর্তীর যুগের ধারা সূচিত হয়। এই জন্য প্রত্যেক পদাধিকারীকে এই কথাটি, এই সত্যটি অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত। আর খুদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ কাজ হল এই যে, যখন খিলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে, তবে সে এর সুরক্ষা এইভাবে হবে যে নিজেদের যুবক এবং ছোটদের মধ্যে যুগ খলীফার কথা শুনে সেগুলি মেনে চলার স্পৃহা তৈরী করতে হবে। আর এই সত্যটিই তাদেরকে খিলাফতের সুরক্ষার যোগ্য বানায়। নচেত বাকি সব মৌখিক দাবি। তাই আমি দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সঠিক অর্থে খিলাফতের সুরক্ষাকারী হওয়ার সামর্থ্য দিন। এবং যুগ খলীফার প্রকৃত সাহায্যকারী হন, সুলতানে নাসীর হন। আর খিলাফতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠানটির সঠিক অর্থে সুরক্ষাকারী হোন। সেটি হল, যেমনটি আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, যুগ খলীফা কথার উপর আমল করা এবং অন্যদেরকেও তার উপর আমল করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা এবং তাঁর বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

২৬ শে অক্টোবর বায়তুল বাসীর মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রাখুন। সর্বপ্রথম আমি অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের এই মসজিদ উদ্বোধন

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 1 Oct, 2020 Issue No.40

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এই ছোট্ট জায়গাটিতে জামাতের বাইরের অমুসলিম সদস্যরা এত সংখ্যায় উপস্থিত হবেন বলে আমি ধারণা করতে পারি নি। কিন্তু আপনাদের উপস্থিতিতে আপনাদের সহৃদয়তা এবং মানসিক উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় আমি আনন্দিত যে আপনারা এখানে এসেছেন কোনও পরিচিতির কারণে আর জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা এতদঞ্চলে উদারচিত্তে আপনাদের সঙ্গে সখ্যতা রেখেছেন আর আপনারা তাদেরকে গ্রহণ করেছেন। আর এই যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রয়েছে, এর কারণে আপনারা আমাদের এই মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এসেছেন, তা আমাদের প্রসন্নতার কারণ। কিন্তু আমাদের আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে আপনাদের এখানে আসা এই আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কেননা আহমদী মুসলমানেরা প্রকৃত অর্থেই নিজেদের প্রতিবেশীদের যত্ন নিচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী করছে। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর আমি কয়েকটি কথা বলব।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আমীর সাহেব বলেছেন, এটি ছোট্ট একটি গ্রাম। এই ছোট জনপদে এটি আমাদের প্রথম মসজিদ তৈরী হচ্ছে। ছোট গ্রাম বা বড় শহর হওয়া ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রকৃত বিষয় হল সেখানকার বাসিন্দাদের নৈতিকতা এবং পারস্পরিক মেলবন্ধন আর এবিষয়টির প্রতি সংবেদনশীল থাকা। বরং ছোট জায়গার মানুষদের মধ্যে সরলতা এবং নিষ্ঠা বেশি থাকে। ছোট জনপদ, গ্রাম বা মফসসলের মানুষ, শহরের বাসিন্দদের থেকে বেশি সরল প্রকৃতি হয়, যেটি খুব ভাল জিনিস। এই কারণেই অনেক শহরবাসী বাইরে কোথাও ঘর বানিয়ে থাকতে পছন্দ করেন। আমি যুক্তরাজ্যে থাকি, সেখানে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের মধ্যে বাইরে উন্মুক্ত পরিবেশে নিজের ঘর বানিয়ে থাকার প্রচলন রয়েছে। এর একটি উপকারী দিক হল প্রথমত সেখানকার অনাড়ম্বর ও সহজসরল জীবনযাপন , দ্বিতীয় সব থেকে বড় উপকারীতা হল উন্মুক্ত পরিবেশ যা যাবতীয় প্রকারের দূষণ থেকে মুক্ত, যেখানে দূষণহীন বাতাসে শ্বাস নেওয়া যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি যে, জায়গাটি ছোট হলেও এখানকার বাসিন্দারা যেভাবে উন্মুক্ত বাতাসে থেকে সব সময় নিজেদেরকে তরতাজা রাখেন, আমি আশা করি, অনুরূপভাবে তারা নিজেদের সরলতার কারণে নিষ্ঠা ও সততাকেও তাজা রাখবেন, এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটিকেও চিরতাজা রাখবেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, তিনি একথাও বলেছেন যে, এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, জাতিসমূহের এর সংরক্ষণ করা উচিত। ইতিহাসই সেই উপাদান যা আমাদের সামনে সেই সব বিষয় তুলে ধরে যেগুলি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়, এর বিষয়ে অনেক সংরক্ষণশীলতা রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিই, তবে ইসলাম সম্পর্কে যে সংশয় রয়েছে, যে হয়তো মুসলমানেরা উগ্রবাদী। কিন্তু ইতিহাস বিষয়টিকে খণ্ডন করে। আমরা ইসলামী ইতিহাসের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনাক্রমের উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা মক্কায় ১৩ বছর বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছেন, শত্রুরা তাঁদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, অত্যাচার করেছে, ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। অবশেষে তাঁরা হিজরত করে মদীনায় চলে যান, যেখানে ছোট্ট একটি ইসলামিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই শাসন ব্যবস্থায় সকলেই মুসলমান ছিলেন না, সেখানে বিপুল সংখ্যক ইহুদীরাও বাস করত। তাদের সঙ্গে চুক্তি হয় আর সেই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেকের যে শরিয়ত বিধান ছিল, সেই বিধান অনুসারে তাদের বিবাদ ও সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে তাদের নিজস্ব শরিয়ত লাগু করা হয়। আর অভিন্ন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অভিন্ন আইন বলবত ছিল যা উভয় পক্ষ পালন করত।

হুযূর আনোয়ার বলেন, এরপরও যদি বলা হয় যে মুসলমানদের মধ্যে উগ্রতা রয়েছে, আর তারা ধর্ম বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করেছিল (তবে তা দুর্ভাগ্যজনক বিষয়) যদিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় আমি অনেক কিছু বর্ণনা করেছি, যারা জামাত সম্পর্কে অবগত, সম্ভবত তারা হয়তো সেগুলি পড়েও দেখেছেন। কিন্তু এখানে নিশ্চয় অনেকেই এমন আছেন যারা এই ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নন। সংক্ষেপে বলে দিই যে, হিজরত করে মদীনায় আসার পর, এত অত্যাচার সহ্য করার পর, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যখন সুখে-শান্তিতে বাস করতে শুরু করল, যাদের মধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন গোত্র ছিল, তখনও মক্কাবাসীরা তাদেরকে শান্তি থাকতে দেয় নি, তাদের উপর আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণের জবাব যুদ্ধের মাধ্যমে দেওয়ার যে প্রথম আদেশ আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে অবতীর্ণ করেছেন, সেটি হল -এই আক্রমণকারীরা ধর্মের শত্রু। যদি না কঠোর হাতে এদেরকে উত্তর দেওয়া হয়, তবে কোন সীনাগগ, কোন গীর্জা, উপাসনালয়, মন্দির কিম্বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না। এই আয়াতের বিন্যাসক্রম লক্ষ্য করুন, এখানে মসজিদের নাম প্রথমে উল্লেখ করা হয় নি, বরং সব শেষে এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই উত্তর দেওয়া এজন্য আবশ্যক যে, ধর্মকে রক্ষা করতে হবে আর এরা ধর্মের বিরুদ্ধে। এরপর যদি কোনও আক্রমণ বা কোনও যুদ্ধের সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এটাই জানা যাবে যে, মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল, যার উত্তরে মুসলমানেরা যুদ্ধ করেছিল। যাইহোক, ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর খুব সংক্ষেপে আমি ইসলামের ইতিহাসও বর্ণনা করে দিলাম। যদি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বসবাসকারীদের মনে ইসলামের বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব থাকে তবে তা দূর হয়ে যায়।

হুযূর আনোয়ার বলেন, কিছু মুসলমানের কর্মধারাও এমন, কিন্তু যেমনটি কয়েকজন বক্তাও একথা উল্লেখ করেছেন যে, অনেক স্থানে অমুসলিমরাও আক্রমণ করছে। কাজেই উগ্রতা প্রদর্শন করা মুসলমানদের শিক্ষা নয়, বরং সেগুলি তাদের ব্যক্তিগত কর্ম যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। যাইহোক এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বলব যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে যদি কোনও উগ্রতাপূর্ণ কর্ম হয়ে থাকে, তবে সেটি তাদের ব্যক্তিগত কর্মপন্থা। ইসলামের ইতিহাস থেকে এর বৈধতা প্রমাণিত হয় না, আর ইসলামী শিক্ষাও এটিকে সমর্থন করে না।

হুযূর আনোয়ার বলেন, সেনা অফিসার, যিনি দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন, তিনি খুব ভাল কথা বলেছেন। তাঁর মনে এবং তাঁর পরিবারে এক প্রকার ভীতি ছিল যা ত্রিশ বছর পূর্বে তৈরী হয়েছিল যখন আহমদীরা এখানে এসেছিল। আর 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' ব্যানার দেখে মনে করেছিলেন, লোকদেখানো ব্যানার। ত্রিশ বছর পূর্বে পরিস্থিতি এমন ছিল না যেমনটি এখন রয়েছে। কিন্তু তবু মুসলমানদের সম্পর্কে এক প্রকার ভীতি ছিল। সেই ভীতির বহিঃপ্রকাশ তো তিনি করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর মনে ভীতিপূর্ণ অনুভূতি থেকেই গিয়েছিল। আহমদীদের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বছর সহবস্থান তাঁর সেই ভীতি দূর করেছে। কেননা, আহমদীরা এখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, ইসলাম প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর আহমদীরা দেখিয়েছে যে কিভাবে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করতে হয়। এই জিনিসটি তাঁর মনের সন্দেহ ও সংশয়ও দূর করেছে। প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া সমীচীন হবে যে, কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা পরিভাষিত করেছে। অর্থাৎ যারা তোমাদের বাড়ি সংলগ্ন বাড়িতে থাকে, তারা প্রতিবেশী, তোমাদের সহকর্মী, সফরসঙ্গী -এরা প্রত্যেকেই তোমাদের প্রতিবেশী, এর একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। (ক্রমশ....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir